মুষ্টিযোগরত্ন

বা

সিদ্ধ-মুষ্টিযোগ।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা—১০৫নং, আপার চিৎপুর রোড, 'তারা লাইব্রেরী' হইতে
শ্রীঅধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১৩৩১ সাল।

মূল্য ৷৷০ আট আনা।

চক্রবর্ত্তী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২ নং নিমু গোস্বামী লেন,

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

মুষ্টিযোগ-রত্ন

বা

সিদ্ধ-মুষ্টিযোগ।

প্রথম যোগ।

মঙ্গলাচরণ।

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়,
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়,
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়

যিনি সৎস্বরূপ, সর্ব্বলোকের আশ্রয়, চিৎস্বরূপ, বিশ্বরূপী, বিশ্বাত্মা, অদ্বৈততত্ত্বস্বরূপ, মুক্তিদাতা, সর্ব্বব্যাপী ও নির্গুণ, সেই ব্রহ্মকে নমস্কার

আধি-ব্যাধিবিনাশায় লোকানাং প্রাণহেতবে।
আয়ুর্ব্বেদং সমালোচ্য মুষ্টিযোগঃ প্রকাশ্যতে

সর্ব্বপ্রকার আধি-ব্যাধিবিনাশের জন্য এবং মানবগণের রক্ষার্থে আয়ুর্ব্বেদ আলোচনা পূর্ব্বক এই মুষ্টিযোগ-চিকিৎসা কথিত হইতেছে

জ্বরাধিকার—বাতজ্বরে।

১। বহেড়া আমলকী ও হরীতকী এই তিনটি দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া মোট দুই তোলা করিবে তৎপরে আধ সের জলের সহিত উহা সিদ্ধ করিতে হয় যখন আধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইবে। ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে দুই তোলা অপামার্গ রস উহাতে মিশ্রিত করিয়া পান করিবে ইহা দ্বারা বাতিকজ্বর বিনষ্ট হয়।

২ গুলঞ্চ ও শতমূলী এই দুইটি বস্তু সমানভাগে লইয়া বিনা জলে কুট্টিত করিয়া উহার রস বাহির করিতে হয়। এই রস দুই তোলার সহিত চারি আনা পরিমাণ ইক্ষুগুড় মিশাইয়া সেবন করিলে বাতিকজ্বর বিনাশ পায়।

৩ অনন্তমূল, বিল্বপত্র, দ্রাক্ষা (কিস্‌মিস্) পিপুল, গুলঞ্চ, এই কয়টি দ্রব্য তুল্যপরিমাণে লইয়া মোট দুই তোলা করিবে। তৎপরে অর্দ্ধসের জলের সহিত উহা সিদ্ধ করিতে হয় অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে ইহার সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া পান করিলে বাতিক জ্বর দূর হয়।

৪। দ্রাক্ষা, অনন্তমূল, পুনর্নবা, গুলঞ্চ এই কয়টি দ্রব্য তুল্যপরিমাণে লইয়া মোট দুই তোলা করিবে পরে অর্দ্ধসের, জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে উহার সহিত কিঞ্চিৎ ইক্ষুগুড় মিশাইয়া পান করিলে বাতজ্বর বিনাশ পায়। কিন্তু স্মরণ থাকে যেন, রোগীর উদরাময় থাকিলে এ ঔষধ প্রয়োগ করিবে না।

পিত্তজ্বরে।

১। বালক, কট্‌কী, চিরতা ও ক্ষেতপাপড়া এই কয়টি

দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া মোট দুই তোলা করিবে। তৎপরে অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে উহার সহিত আধ তোলা চিনি মিশাইয়া সেবন করিলে পৈত্তিকজ্বর বিনষ্ট হয়।

২ কট্‌কী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু ও নিমছাল এই কয়টি দ্রব্য তুল্য-পরিমাণে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় ও পিত্তজ্বর বিনাশ পায়।

৩ ইন্দ্রযব ও পল্‌তা এই দুটি দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক তোলা লইয়া একত্রে অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে উহার সহিত অর্দ্ধতোলা মধু মিশাইয়া সেবন করিলে পৈত্তিকজ্বর বিনষ্ট হয়।

কফজ্বরে।

১। পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, নিম্বত্বক্‌, কণ্টকারী, গুলঞ্চ, চিরতা, শুঁঠ, শঠী এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া চারি আনা পরিমাণ পোকর্মূলচূর্ণ মিশাইয়া পান করিলে শ্লৈষ্মিকজ্বর বিনষ্ট হয়।

২ বচ, কাঁচা হলুদ, নিম্বত্বক্‌, কট্‌কী, আতইস, রক্ত-চিতার মূল এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া একত্র কুট্টিত করিবে। পরে অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া উহার সহিত আধ তোলা মধু

ও কিঞ্চিৎ গোলমরিচচূর্ণ মিশাইয়া সেবন করিলে কফজজ্বর বিনাশ পায়

৩। কটকী, ইন্দ্রযব, কলগ, মুথা, বহেড়া হরীতকী ও আমলকী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় পান করিলে কফজ্বর নষ্ট হয়

৪ শুলঞ্চ, পলতা, চিরতা, হরীতকী ও বাসকপত্র এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিলে অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ পান করিলে শ্লৈষ্মিকজ্বর দূর হয়

বিষম বা সান্নিপাতিক জ্বরে।

১ পাথরচূণা, এরণ্ডমূল আকনাদি. ছোলঙ্গলেবুর মূল, কণ্টকারী, বেনামূল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া উহার সহিত কিঞ্চিৎ চোনা ও সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া পান করিলে সন্নিপাতজ্বর বিনষ্ট হয়।

২। এক আনা ওজনে পিপুলের গুঁড়া লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিবে প্রাতে ও বৈকালে উহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জিহ্বায় দিয়া লেহন করাতে হয়। ইহাতে বিষমজ্বরে বিলক্ষণ উপকার দর্শে।

৩ মরিচ, কটফল, সূক্ষ্ম কৃষ্ণজীরা মরিচ, শুঁঠ, কুড়, দুবালতা, ও কাঁকড়াশৃঙ্গী এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে পরে উহার সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া মধ্যে মধ্যে জিহ্বায় প্রদান পূর্ব্বক লেহন করিতে হয়। ইহা

দ্বারা বিষমজ্বরে বিলক্ষণ উপকার দর্শে; এতদ্ভিন্ন কাস, শ্বাস, হিক্কা প্রভৃতি উপসর্গও দূর হয়।

৪। গোলমরিচ ও লশুন তুল্য পরিমাণে লইয়া একত্র পেষণ করিবে। উহা দ্বারা মধ্যে মধ্যে নস্য গ্রহণ করিলে বিষমজ্বরে বিলক্ষণ উপকার দর্শে।

৫। চিরতা, ইন্দ্রযব, গজপিপুল, মুথা, ধনিয়া, দশমূল, দেবদারু ও কট্‌কী এইসকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় পান করিতে হয়। বিষমজ্বরে ইহা বিলক্ষণ উপকারী। এতদ্ভিন্ন মোহ, শ্বাস, কাস, তন্দ্রা, পার্শ্ববেদনা, প্রলাপ ইত্যাদি উপসর্গেও উপকার দর্শে।

৬। কণ্টকারী, বেল, গোক্ষুর, গণিয়ারি, শোণা, শালপাণি, পারুল, বৃহতী, গাম্ভারী ও চাকুলিয়া এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিলে শ্বাস, কাস, পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি উপসর্গ সহ সান্নিপাতিকজ্বর দূর হয়।

৭। সৈন্ধবলবণ, শিরীষবীজ, বচ, মরিচ, লশুন, মনঃশীলা, পিপুল, ও চোনা এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে একত্র করিয়া পেষণ করিবে। ইহা দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে সান্নিপাতিকজ্বরে অচেতনা দূর হয়

৮। রাইসর্ষপ বাটিয়া একখানি পরিষ্কার নেক্‌ড়ার উপর রাখিয়া বুকে প্রলেপ দিবে। ইহা দ্বারা সান্নিপাতিক রোগীর চেতনালাভ হয়

৯। দুরালভা, শুঠ, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, পিপুল, মরিচ, চিরতা, গুলঞ্চ, বাসক, নিম্বত্বক্‌, পল্‌তা, কট্‌কী এই

সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া মোট দুই তোলা করিবে। অর্দ্ধসের জলে ইহা সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইতে হয়। ইহা পান করিলে বিষমজ্বর দূর হয়

১০ শুঠ, মুথা, গুলঞ্চ, চিরতা ও দশমূল এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় পান করিলে সান্নিপাতিকজ্বরে উপকার দর্শে

১১ পিপুল, দশমূল, শুঠ, যমানী, বেলছাল, রাস্না, বামনহাটী এই কয়টী দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া মোট দুই তোলা গ্রহণ করিবে অর্দ্ধ সের জলে উহা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হয় ইহা পান করিলে বিষম জ্বরে ফল দর্শে

১২। কিঞ্চিৎ মধুর সহিত আরশুলার বিষ্ঠা বাটিবে। সান্নিপাতিক রোগীর চক্ষুতে উহা দ্বারা অঞ্জন দিলে তন্দ্রা দূর হয় এবং রোগী চেতনালাভ করে

বাতপিত্তজ্বরে।

১। বাসকের ছাল, হরীতকী, সোদালের আটা, রাস্না, কচি শিমুলমূলের ছাল, বহেড়া, আমলকী, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা বাত-পৈত্তিকজ্বর নষ্ট হয়।

২ রক্তচন্দন, বেণার শিকড়, চিরতা, নীলসুন্দি, মুথা, ক্ষেতপাপড়া এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা গ্রহণ করিবে পরে অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট

থাকিতে নামাইতে হয়। ঈষদুষ্ণ অবস্থায় ইহা পান করিলে বাত-পৈত্তিকজ্বর বিনষ্ট হয়

৩। শ্যামালতা গুলঞ্চ,বলালতা, বাস্না, বেড়েলা ও কণ্টকারী এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে পান করিতে হয় ইহা দ্বারা বাত-পৈত্তিকজ্বরে উপকার দর্শে

৪। গোক্ষুর, কণ্টকারী, বৃহতী, চাকুলিয়া, চিরতা, মুথা, গুলঞ্চ ও শুণ্ঠি এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে পান করিলে বাত-পিত্তজ্বর বিনষ্ট হয়।

বাতশ্লেষ্মজ্বরে।

১। কুড়, শুণ্ঠি, গুলঞ্চ, কণ্টকারী এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে, অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিলে বাত-শ্লৈষ্মিক-জ্বর বিনষ্ট হয়।

২। পলতা ও ধনিয়া এই দুইটি দ্রব্য সমভাগে অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিবে ইহা দ্বারা বাত-শ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হয়

৩। এক তোলা পিপ্পলী অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিলে বাত-শ্লেষ্মজ্বরে উপকার দর্শে।

৪। কোন একটি নূতন হাঁড়িতে বালি ভাজিবে। পরে

তাহার উপর কাঁজি সেচন পূর্ব্বক সেই বালি দ্বারা একটী পুঁটলী করিবে। উহা দ্বারা সেক দিলে বাত-শ্লেষ্মজ্বরে উপকার দর্শে। অধিকন্তু মাথা ধরা, মাথাবেদনা, গাত্রবেদনা প্রভৃতি দূর হয়। ইহার নাম বালুকাস্বেদ।

৫। হরীতকী, কট্‌কী, মুথা, পিপুলমূল ও সোঁদালফল এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে মোট দুই তোলা লইয়া একত্র অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে। ইহা সেবন করিলে বাত-শ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হয়।

৬। শুঠী, চিতামূল, চই, পিপুলমূল, পিপুল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া মোট দুই তোলা করিবে। পরে উহা অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইতে হয়। ইহা সেবন করিলে বাত-শ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হয়।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে।

১। ইন্দ্রযব, শুঠী, কট্‌কী, পল্‌তা, মুথা, রক্তচন্দন, চিরতা, দুরালভা বামনহাটী, পদ্মগুলঞ্চ, কণ্টকারী এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে পিত্ত-শ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হয়।

২। বেড়েলা, যষ্টিমধু, আমলকী, হরীতকী, নিম্বত্বক্‌, পলুতা, নিমছাল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হয়।

রক্তচন্দন, মুথা, গুলঞ্চ শুণ্ঠী, কট্‌কী, পল্‌তা ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগে মোট দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিতে হয়, ইহা দ্বারা পিত্ত-শ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হয়

বাসকের পাতা ও ফুল সহ ডাঁটা সমস্ত পেষণ করিবে; কিন্তু তাহাতে জল দিবে না। এই প্রকারে রস বাহির হইলে সেই রস দুই তোলা লইয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ মধু ও কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইয়া সেবন করিলে পিত্ত-শ্লেষ্মজ্বর বিনাশ পায়।

৫। ১ তোলা চিনি ও ১ তোলা কট্‌কী এই দুইটী দ্রব্য জলের সহিত সেবন করিতে হয় ইহা দ্বারা পিত্ত-শ্লেষ্মজ্বর বিনাশ পায়।

(জ্বরে অঙ্গদাহে)

১। কিঞ্চিৎ কাঁজির সহিত কতকগুলি কুলের পাতা বাটিবে উত্তমরূপে বাটা হইলে তাহার সহিত অধিক পরিমাণে কাঁজি মিশাইতে হয়; মিশাইয়া কেবল ফেনাইতে থাকিবে। এইরূপে যে ফেনা উঠিবে, তাহা অঙ্গে মাখিলে গাত্রদাহ উপশমিত হইয়া থাকে।

২। কাঁজির সহিত কতকগুলি কচি পলাশের পাতা বাটিবে। রোগীর মাথা নেড়া করিয়া উহা মাখাইয়া দিলে গাত্রদাহ দূর হইয়া যায়।

ছোলঙ্গলেবুর কেশর, কপিত্থ (কয়েৎবেল), লোধকাষ্ঠ ও ভুঁইকুমড়া এই সমস্ত বস্তু তুল্যপরিমাণে মোট দুই তোলা লইয়া ডালিমের রসের সহিত উত্তমরূপে বাটিবে। মাথা নেড়া করিয়া উহা মাখাইয়া দিলে গাত্রজ্বালা দূর হয়।

৪ কাঁজিতে একখানি নেকড়া ভিজাইয়া সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিলে, জ্বরজনিত অঙ্গদাহ দূর হয়।

৫। যদি রোগী গাত্রজ্বালায় অত্যন্ত কষ্ট পায়, তাহা হইলে কতকগুলি নিমপাতা বিছানায় ছড়াইয়া রোগীকে উহার উপর শয়ন করাইবে। ইহাতে রোগীর বিলক্ষণ উপকার দর্শে।

(জ্বরে মুখে দুর্গন্ধ জন্মিলে)

১। গোলমরিচ, পিপ্পলী ও শুণ্ঠি এই দ্রব্যত্রয় লইয়া চূর্ণ করিবে। উত্তমরূপে চূর্ণ হইলে উহার একটু একটু মুখে দিয়া গরমজল দ্বারা কবল করিবে ইহাতে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়

২। কিঞ্চিৎ আদার রস গরমজলের সহিত মিশাইয়া তদ্দ্বারা কবল করিলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়

(জ্বরে মাথা ধরা থাকিলে)

১। লবঙ্গ, দারুচিনি ও নারিকেলী ফুল এই তিনটি দ্রব্য তুল্যপরিমাণে লইয়া জলের সহিত মর্দ্দন করিবে। ললাটের দুই ধারে উহার প্রলেপ দিলে মাথাধরা বা মস্তক বেদনার উপশম হয়।

২। শুলটে নামক গাছের পাকা বীজ আনিয়া উত্তমরূপে বাটিবে। উহা দ্বারা ললাটের দুই পার্শ্বে প্রলেপ দিলে মাথাধরা বা বেদনা আরোগ্য হয়

৩। পুরাতন ঘৃতের সহিত শুঠের গুড়া মিশাইয়া ললাটের দুই পার্শ্বে প্রলেপ দিলে মাথাধরা আরোগ্য হয়।

৪। দারুচিনি উত্তমরূপে বাটিয়া ললাটের দুই পার্শ্বে প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ মাথাধরা আরোগ্য হয়।

৫। কৃষ্ণজীরক বাটিয়া ললাটের দুই পার্শ্বে প্রলেপ দিলেও যথেষ্ট উপকার হয়।

৬। জলের সহিত মুচুকুন্দফুল বাটিয়া ললাটের উভয় পার্শ্বে প্রলেপ দিবে। ইহা দ্বারা অচিরে মাথাধরা ও মস্তকবেদনা প্রশমিত হয়।

(জ্বরে ঘর্ম্ম হইলে)

১। আবির অর্থাৎ যাহাকে চলিত কথায় ফাগ বলে; তাহা সর্ব্বাঙ্গে মাখিলে রোগীর ঘর্ম্ম দূর হয়।

২। শঠীর গুঁড়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিলেও বিশেষ ফল দর্শে।

৩। মাষকলায় উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া খোলায় ভাজিবে। উহা ঈষৎ গরম থাকিতে থাকিতে সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে হয়। ইহা দ্বারা ঘর্ম্ম প্রশমিত হয়।

■। পল্‌তার রস অঙ্গে মাখিলেও জ্বরজনিত ঘর্ম্ম দূর হইয়া থাকে।

(জ্বরে বমন হইলে)

১। স্তনদুগ্ধের সহিত এক তোলা পরিমাণ শসার বীজ বাটিবে; উত্তমরূপে বাটা হইলে আল্‌তাগোলা জলের সহিত মিশাইয়া উহা সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা জ্বরকালীন বমন নিবারিত হইয়া থাকে।

২। স্তনদুগ্ধের সহিত ময়ূরপুচ্ছভস্ম মর্দ্দন করিবে। উত্তম-রূপে মর্দ্দিত হইলে কিঞ্চিৎ স্তনদুগ্ধের সহিত উহা রোগীকে সেবন করাইতে হয়। ইহা দ্বারা জ্বরকালীন বমন নিবারিত হয়।

■ স্তনদুগ্ধের সহিত এক তোলা কৃষ্ণতিল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে স্তনদুগ্ধের সহিত মিশাইয়া পান করাইলে বমন প্রশান্ত হয়।

(জ্বরে তৃষ্ণাধিক্য হইলে)

১। এক তোলা খাঁটি পদ্মমধু আধসের শীতল জলে মিশাইয়া রোগীকে পান করাইলে তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

২। শুঠি, পাথরকুচি, রক্তচন্দন, উশীরমূল (বেণার শিকড়), ক্ষেতপাপড়া ও মুথা এই কয়েকটি দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া চারি সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে। যখন দুই সের মাত্র জল অবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইতে হয়। শীতল হইলে একটু একটু করিয়া মধ্যে মধ্যে রোগীকে সেই জল পান করিতে দিবে। ইহাতে জ্বরকালীন তৃষ্ণা দূর হয়।

৩। ধনিয়া এক কাঁচ্চা লইয়া অর্দ্ধ কুট্টিত করিবে তৎপরে উহা আধপোয়া জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়, আড়াই ঘণ্টা পরে উহা ছাঁকিয়া লইবে এই জল মধ্যে মধ্যে একটু একটু পান করিতে দিলে জ্বররোগীর পিপাসা দূর হয়।

■ এক পোয়া শীতল জলের সহিত অর্দ্ধ কুট্টিত আধ ছটাক মৌরী ভিজাইয়া রাখিবে পাথরে বা কাচপাত্রে ভিজাইতে হয়। আড়াই ঘণ্টা পরে মৌরীগুলি ছাঁকিয়া জল গ্রহণ করিবে। ঐ জলের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া রোগীকে মধ্যে মধ্যে একটু একটু পান করিতে দিবে। ইহাতে পিপাসার শান্তি হয়

■ অর্দ্ধ কুট্টিত এক তোলা মউরী ও এক তোলা ধনিয়া একখানি পরিষ্কার নেকড়ার পুটলীতে বাঁধিয়া শীতল জলে চারি ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে। কাচপাত্রে বা পাথরের পাত্রে ভিজাইতে হয়। উহা ছাঁকিয়া রোগীকে মধ্যে মধ্যে একটু একটু পান করিতে দিবে। ইহাতে শীঘ্রই পিপপাসা দূর হয়।

(যকৃৎ-প্লীহাসংযুক্ত জ্বরে)

১। কণ্টকারী, শুণ্ঠী,মুথা, গুলঞ্চ, আমলকী এই কয়টী দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ০ আনা মধু ও ০ আনা পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ করিবে, ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও প্লীহা যকৃৎ আরোগ্য হয়

২। শুঠ একতোলা ও গোরক্ষচাকুলিয়ার মূল একতোলা এই উভয় দ্রব্য অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা প্লীহা যকৃৎযুক্ত সর্ব্বপ্রকার জ্বর এবং দাহ, শীত, কম্প, প্রভৃতি উপসর্গ দূর হয়।

৩ গুলঞ্চ, বৃহতী, পিপুল, কুড, চিরতা, বামনহাটী, শুণ্ঠি, ধনিয়া, দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিতে হয় প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরে ও বিষম জ্বরে ইহা অমোঘ

৪। দুরালভা,ইন্দ্রযব, কটকী, গাম্ভারীছাল, শুঠ, কণ্টকারী, আমলকী, গনিয়ারিছাল, পাকলছাল, চিরতা, মুথা ও গুলঞ্চ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবনকালে কিঞ্চিৎ মধু ও কিঞ্চিৎ পিপ্পলীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া লইবে।

৫। কেবল দুই তোলা গুলঞ্চ লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিতে হয় ইহা দ্বারা প্লীহা, যকৃৎ ও জীর্ণজ্বর আরোগ্য হয়

৬। গুলঞ্চ,শুণ্ঠী ও কণ্টকারী এই তিন দ্রব্য তুল্য পরিমাণে

মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করিতে হয়। ইহা মন্দাগ্নি, অরুচি, জীর্ণজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ নষ্ট করে।

৭। নিম্নে যে ঔষধটী লিখিত হইল, এইটি অনেক স্থলে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে। পুরাতন জ্বর এবং প্লীহা-যকৃতের পক্ষে ইহা অব্যর্থ, যথা—

গুলঞ্চ	...	১ দফা	সজিনাছাল	...	১ দফা
অনন্তমূল	...	,,	সরলকাষ্ঠ	...	,,
কুড়	...	,,	মুথা	...	,,
শ্যামালতা	...	,,	ধনিয়া	...	,,
মঞ্জিষ্ঠ	...	,,	সিজমূল	...	,,
ইন্দ্রযব	...	,,	পদ্মকাষ্ঠ	...	,,
দেবদারু	...	,,	বলাডুমুর	...	,,
নীলঝিণ্টি	...	,,	গজপিপুল	...	,,
কটকী	...	,,	চিরতা	...	,,
কুশমূল	...	,,	শুঠি	...	,,
ক্ষেতপাপড়া	...	,,	উশীরমূল	...	,,
দুরালভা	...	,,	শঠী	...	,,
কণ্টক বী		,,			
বালা	...	,,	আকনাদি	...	,,

এই সকল দ্রব্য মিলিত দুই তোলা অর্থাৎ প্রত্যেকটি সমান ভাগে লইয়া দুই তোলা করিবে। ইহার কাথ প্রস্তুত করিতে হয়। অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইলেই কাথ প্রস্তুত হইল। এই কাথ সেবন করিতে হয়।

৮ যদি পুরাতন বা সান্নিপাতিক জ্বর হয় এবং প্লীহা, যকৃৎ

কাস, শ্বাস, পার্শ্ববেদনা, হিক্কা প্রভৃতি উপসর্গ থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধে উপকার দর্শে ; যথা—

পলুত্ত	..	১ দফ	কুড়	..	,,
কটকী	..	,,	কাঁকড়াশৃঙ্গী	...	,,
ইন্দ্রযব	..	,,	দশমূল	...	,,
বামনহাটি	..	,,	শঠী	...	,,
দুরালভা	..	,,			

প্রত্যেক বস্তু তুল্যপরিমাণ হইবে ; অথচ মোট দুই তোলা হওয়া চাই। অর্দ্ধসের জলে এই সমস্ত একত্র সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করিবে। কিন্তু একটি বিষয়ে সাবধান থাকিবে। উদরের অসুখ থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে না ; কারণ, ইহা বিরেচক; ইহা সেবন করিলে দাস্ত হইয়া থাকে।

দন্তী, যবক্ষার, পিপুলমূল, পিপুল, চিতা ও যমানী এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র চূর্ণ করিবে উত্তমরূপে চূর্ণ হইলে এক একবার ইহার চারি-আনা মাত্রায় সেবন করিতে হয় প্রাতে একবার ও বৈকালে একবার সেবন করিবে। অনুপান গরম জল। যকৃৎ ও প্লীহার পক্ষে ইহা অব্যর্থ

১০। কিঞ্চিৎ চিনির সহিত ২০ ফোঁটা পেঁপের আটা সেবন করিলে যকৃতে বিলক্ষণ উপকার দর্শে

১১। ঘৃতকুমারীর রসের সহিত ছয় রতি পরিমিত হরিদ্রা-চূর্ণ সেবন করিলে প্লীহা বিনষ্ট হয়।

১২। আড়াই তোলা পুরাতন গুড়ের সহিত আধপোয়া ত্রিফলার কাথ সেবন করিবে। ইহা দ্বারা প্লীহা ও বিষমজ্বর নষ্ট

হয়। ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হইলে অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে।

১৩। রসুনের খোসা ছাড়াইয়া চারি আনা পরিমাণে ওজন করিয়া লইবে পরে কিঞ্চিৎ কৃষ্ণতিলতৈলের সহিত উহা বাটিতে হয় ইহা সেবন করিলে প্লীহা, বিষমজ্বর ■ বাতরোগ দূর হয়।

১৪ পুরাতন ইক্ষুগুড় চারি আনা এবং তৎসমপরিমাণ কৃষ্ণজীরকচূর্ণ এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিলে মন্দাগ্নি, বাত ও প্লীহা দূর হয়।

১৫ হাড়কাঁকড়া গাছের পাতা, ফুল, মূল ও ছাল একত্র পুঁটলী করিয়া আগুনে সেঁকিবে পরে উহার রস বাহির করিয়া লইতে হয়। কিঞ্চিৎ শুণ্ঠিচূর্ণের সহিত ঐ রস দুই তোলা সেবন করিলে জীর্ণজ্বর এবং প্লীহা নষ্ট হয়।

১৬। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ পিপুলের গুঁড়া ও যবক্ষারের গুঁড়া মিশাইয়া সেবন করিলে প্লীহাজ্বরে বিশেষ ফল দর্শে,—

রয়নাগাছের ছাল	...	...	১ দফা
স্বল্পপঞ্চমূল*	...	...	,,
হরীতকী	...	...	,,

সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইবে। অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইলেই ক্বাথ প্রস্তুত হইবে।

১৭ বিনা জলে গুলঞ্চের রস বাহির করিবে। অর্দ্ধতোলা এই রসের সহিত কিঞ্চিৎ মধু ও পিপুলের গুড়া মিশাইয়া সেবন

---

* শালপাণি, চাকুলিয়া, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদিগকে স্বল্প-পঞ্চমূল বলে।

করিবে ইহা দ্বারা অরুচি, প্লীহা, কাস, জীর্ণজ্বর প্রভৃতি নষ্ট হয়।

১৮। মহৎ পঞ্চমূলের * কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ পিপুলের গুঁড়া মিশাইয়া সেবন করিলে শ্লেষ্মা, জীর্ণজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ নষ্ট হয়।

১৯। প্রত্যহ দুইবার করিয়া চোনার স্বেদ দিলে যকৃৎ অগ্রমাংস ও প্লীহারোগে উপকার দর্শে

২০। কিঞ্চিৎ আদার রসের সহিত নাগকেশর গাছের মূল ঘষিয়া চারি আনা পরিমাণে সেবন করিলে পুরাতন জ্বর ও প্লীহা আরোগ্য হয়।

২১ হরিতাল ও কুঁচ এই দুইটি দ্রব্য সমপরিমাণে বাটিয়া প্রলেপ দিলে প্লীহা আরোগ্য হয়

২২ পুরাতন ইক্ষুগুড়ের সহিত তালজটা-ভস্ম সেবন করিলে যকৃৎ ও প্লীহারোগে বিলক্ষণ উপকার দর্শে

২৩ ছাগীদুগ্ধ ও আদার রস এই উভয় দ্রব্য তুল্যপরিমাণে একত্র করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে সাত দিনের মধ্যে প্লীহা বিনষ্ট হয়।

২৪ কাচা তেঁতুল বাটিয়া যকৃৎ ও প্লীহাস্থানে প্রত্যহ দুই বার প্রলেপ দিবে। এইরূপ করিলে সপ্তাহমধ্যে প্লীহা ও যকৃৎ আরোগ্য হয়

---

* পারুল, গণিযারি শোণা, গাম্ভারী ■ বিল্ব ইহারই নাম মহৎ পঞ্চমূল।

২৫। প্রত্যহ প্রত্যুষে একখানি চটের উপর শাঁক ঘসিয়া গরম থাকিতে থাকিতে প্লীহাস্থলে সেক দিবে এই প্রকার করিলে শীঘ্র প্লীহারোগ দূর হয়।

২৬। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি পৃথক পৃথক্ চূর্ণ করিয়া পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। পরে সমস্ত চূর্ণগুলি একত্র মিশাইবে। প্রত্যেক চূর্ণের ভাগ সমান হওয়া আবশ্যক। এই চূর্ণ প্রত্যহ সেবন করিতে হয়। ইহার পূর্ণমাত্রা অর্দ্ধতোলা; বয়ঃক্রম অনুসারে দুই রতি হইতে পূর্ণ মাত্রা পর্য্যন্ত বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবে।

বহেড়া	...	১ দফা।	দারুহরিদ্রা	...	॥
নিম্বত্বক	..	„	গুলঞ্চ	.	„
হরীতকী	...	„	আমলকী	...	„

২৭। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির কাথ প্রস্তুত করিবে প্রত্যেক দ্রব্যের ভাগ সমান হইবে, অথচ মোট দুই তোলা হইবে অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইতে হয় ইহা সেবনে জীর্ণজ্বর এবং যকৃৎ প্লীহাদি যুক্ত জ্বর আরোগ্য হয়।

দশমূল	...	১ দফা	মুথা	...	॥
বামনহাটী	...	„	ক্ষেতপাপড়া	..	„
শুণ্ঠী	...	„	কুড়	...	„
গুলঞ্চ	...	„	কটকী	...	„
পিপ্পলী	...	„	হরীতকী	.	„

২৮। গোঁড়ালেবুর রসের সহিত দুই আনা পরিমাণ শঙ্খ-নাভিভস্ম সেবন করিলে যকৃৎ ও প্লীহারোগে ফল দর্শে।

২৯। মানকচুর ডগার রস ও জামীরের রসের সহিত শঙ্খ-

নাভিভস্ম দুই আনা বাটিয়া স্তন্যপায়ী শিশুকে সেবন করাইবেন। এক রত্তি মাত্রায় সেবন করাইতে হয়। ইহা দ্বারা প্লীহা-যকৃৎ আরোগ্য হয়।

৩০। এই স্থলে একটী দৈব-মুষ্টিযোগ লিখিত হইল ইহাতে অনেক স্থলে বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছে। সোম, মঙ্গল বা রবি এই তিন বারে ইহা সেবন করিতে হয়। এক এক দিন একটি বটিকা সেবন করিবে চিতার শিকড় জলের সঙ্গে বাটিয়া এক এক রত্তি পরিমিত এক একটি বটী প্রস্তুত করিবে।

৩১ কাঁচা তেঁতুলপাতা কুটিয়া গরম করিবে পরে তাহা রুটীর আকারে প্লীহা বা যকৃতের উপর বসাইয়া দিতে হয়। ইহা দ্বারা শীঘ্রই রোগ দূর হয়।

৩২ আকন্দপাতা, হলুদ, চিতামূল এই তিনটী দ্রব্যের চূর্ণ একত্র মিশাইয়া চারি আনা পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে যকৃৎ ও প্লীহা দূর হয়।

৩৩। সৈন্ধবলবণ ও আকন্দপাতা এই দুইটি দ্রব্য তুল্য-পরিমাণে লইয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। উহার এক আনা পরিমাণ প্রত্যহ সেবন করিবে ইহাতে প্লীহা দূর হয়

(পুরাতন জ্বরে)

১। কটকী ইন্দ্রযব ও পলতা এই কয়টী দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইতে হয়। ইহা সেবন করিলে সন্ততাদিজ্বর আরোগ্য হয়।

২ কাঁচা আকনাদি লতা দ্বারা বলয় (বাল) প্রস্তুত করিয়া তাহা হাতে ধারণ করিতে হয়। ইহা দ্বারা সকল প্রকার পুরাতন জ্বর, বিষমজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ আরোগ্য হইয়া হইয়া থাকে।

৩। নিমত্বক্, বহেড়া, হরীতকী, পলতা, আমলকী, সোঁদাল ও দ্রাক্ষা এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া উহার সহিত চারি আনা শর্করা মিশাইয়া সেবন করিবে।

৪। ধনিয়া, বাসকপত্র, চিরতা, রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, ক্ষেত-পাপড়া এই সকল সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করত আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে পুরাতন জ্বর ও বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়।

৫। মুথা, ক্ষেতপাপড়া, কেশুরিয়া, তেউড়ী ও কণ্টকারী এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করত অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে পুরাতন ও বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

৬। নিম্নে যে ঔষধটি লিখিত হইল, তিন দিন বা ৪ দিন প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে দুইবার মাত্র সেবন করিলেই পুরাতন জ্বর আরোগ্য হয়।

ক্ষেতপাপড়ার রস	অর্দ্ধতোলা
গুলঞ্চের রস	,,
আদার রস	,,
সেফালিকাপত্রের রস ...	,,

সমস্ত রস একত্র করিয়া অগ্নিতে উষ্ণ করত সেবন করিবে। কিন্তু যেন স্মরণ থাকে, উদরাময় থাকিলে এই ঔষধ সেবন করিবে না। কারণ, ইহা দ্বারা দাস্ত হইয়া থাকে।

৭। নিম্নলিখিত ঔষধটিও পুরাতন জ্বরের পক্ষে যথেষ্ট ফলপ্রদ।

যথা— সেফালিকাপত্রের রস ... ১ তোলা
ক্ষেতপাপড়ার রস ... "
মধু ... "

প্রথমতঃ ক্ষেতপাপড়ার রস ও সেফালিকাপত্রের রস একত্র করিয়া অগ্নিতে উষ্ণ করিবে। পরে উহার সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবনীয়।

৮। নিম্নলিখিত ঔষধটি সেবন দ্বারা এক সপ্তাহমধ্যে পুরাতন জ্বর আরোগ্য হয়। যথা—

সেফালিকাপত্রের রস ... ১ তোলা
ক্ষেতপাপড়ার রস ... "
গুলঞ্চের রস ... "

এই সমস্ত একত্র করিয়া অগ্নিতে উষ্ণ করিবে। কিঞ্চিৎ গরম থাকিতে থাকিতে একটু মধু মিশাইয়া সেবন করিতে হয়।

৯। দুই তোলা সেফালিকাপত্রের রস প্রত্যহ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করিলেও পুরাতন জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

১০। অৰ্দ্ধতোলা পুরাতন গুড়ের সহিত অৰ্দ্ধতোলা পিপুলচূর্ণ মিশাইয়া সেবন করিলে অল্পদিনের মধ্যেই পুরাতনজ্বর, বিষমজ্বর এবং তৎসহ অরুচি, কাস, মন্দাগ্নি, প্লীহা প্রভৃতি দূর হয়।

১১। নিম্নলিখিত দ্রব্য কয়টি একত্র করিয়া উত্তমরূপে মৰ্দ্দন করিবে। তৎপরে চণক-প্রমাণ এক একটি বড়ী প্রস্তুত করিতে হয়। অনুপান—চোনা। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক একটি বড়ী সেবন করিবে। ইহা বিষমজ্বর ও পুরাতন জ্বরে বিশেষ ফলপ্রদ।

গোলমরিচ ... ১ দফা
নিম্বপত্র ... "

কৃষ্ণতুলসীপত্র	..	১ দফা
উচ্ছেপত্র	..	"

প্রত্যেক দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণ করিবে।

১২। নিম্বত্বক্‌, গুলঞ্চ, চিরতা [illegible] ক্ষেতপাপড়া এই কয়েকটি দ্রব্য তুল্য পরিমাণে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা পুরাতন জ্বর প্রভৃতি শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

১৩। নিম্নে যে ঔষধটি বিবৃত হইল, ঐ সমস্ত উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া তিন ছটাক জলের সহিত রাত্রিকালে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন প্রভাতে পরিষ্কার নেকড়ায় ছাঁকিয়া সেবন করিতে হয় ইহা দ্বারা বিষমজ্বর ও সর্ব্বপ্রকার পুরাতনজ্বর শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

সোনামুখী	...	...	৶০ আনা
কট্‌কী	...	...	[illegible] তোলা
ধনিয়া	...	...	।০ আনা
অনন্তমূল	...	...	। তোলা
যষ্টিমধু	...	...	৵০ আনা
ছোট এলাচ	...	.	৵০ আনা

১৪ প্রত্যহ দুই তোলা ক্ষেতপাপড়ার রস কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে পুরাতন জ্বরে বিশেষ উপকার দর্শে

১৫ নিম্নলিখিত ঔষধটি প্লীহা যকৃৎ সংযুক্তজ্বরে, বিষমজ্বরে ও পুরাতন জ্বরে বিশেষ ফলপ্রদ যথা—

চিতামূলচূর্ণ	...	...	[illegible] তোলা
নাটার শাস	...	...	১ "

গুলঞ্চ	...	..	১ তোলা
গোলমরিচ	..		২ ,,

এই সকল দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ একত্র মিশাইয়া উহার চারি আনা বা দুই আনা পরিমাণে সেবন করিতে হয়।

১৬। দশমূল, বামনহাটী, হরীতকী, পিপুল, কুড়, শুঁঠ, মুথা, ক্ষেতপাপড়া এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে সেবন করিতে হয় ইহা দ্বারা পুরাতন জ্বরের সহিত মন্দাগ্নি, অজীর্ণ প্রভৃতি উপসর্গ বিনাশ পায়।

১৭। এক তোলা দ্রোণপুষ্পের রস অথবা তুলসীপাতার রস এক তোলা কিঞ্চিৎ মরিচচূর্ণের সহিত প্রত্যহ সেবন করিলে পুরাতন জ্বর আরোগ্য হয়।

১৮। *নিম্নলিখিত ঔষধটি বিষমজ্বর ও পুরাতন জ্বরের পক্ষে* অমোঘ যথা—

সেফালিকাপত্র	..	১ তোলা
গুলঞ্চ	...	,,
বেলপাতা	...	,,
ক্ষেতপাপড়া	...	,,

এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া আগুনে সন্তপ্ত করিবে তৎপরে উহার রস বাহির করিতে হয়। সেই রসের সহিত কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিবে।

১৯। নিম্নে যে ঔষধটি লিখিত হইল, এটিও পুরাতন জ্বরের পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ। যথা —

পিপ্পলী	...	১ দফা

গুলঞ্চ	—	—	১ দফা
চিরতা	—	—	,,

সমস্ত দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে। ইহার মাত্রা ৵০ আনা হইতে ।০ চারি আনা রোগীর বয়ঃক্রম প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া মাত্রা প্রয়োগ করিবে

২০। দুই রতি পরিমাণ গুলঞ্চের পালো প্রত্যহ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলেও পুরাতন জ্বরে ফলদর্শে

(পুরাতন জ্বরে ঘর্ম্ম হইলে)

মধুর সহিত একটী রুদ্রাক্ষ ঘর্ষণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুন পুনঃ সেবন করিলে ঘর্ম্ম দূর হয়

(পুরাতন জ্বরে বমি হইলে)

একটী বড় এলাইচ লইয়া তাহার চারিদিকে গোময়ের লেপ দিবে। পরে সেইটি আগুনে পুড়াইতে হয় দগ্ধ হইলে তাহা চূর্ণ করিয়া লইবে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত এই চূর্ণ সেবন করিলে বমন দূর হয়।

(পুরাতন জ্বরে তৃষ্ণা থাকিলে)

প্রথমতঃ জল গরম করিয়া তাহা শীতল করিতে হয়। পরে ঐ জলের সহিত কিঞ্চিৎ শ্বেতচন্দন ঘষিয়া মিশাইবে। সেই জলের মধ্যে একটি মউরীর পুঁটুলী ভিজাইয়া রাখিবে রোগীর অত্যন্ত পিপাসা হইলে মধ্যে মধ্যে সেই পুঁটুলী চুষিয়া রস পান করিবে।

(সবিরাম-জ্বরে)

নিম্নে যে ঔষধটি লিখিত হইল ইহা দ্বারা সবিরাম জ্বর আরোগ্য হয় প্রভাতে একবার এবং অপরাহ্নে একবার সেবনীয়। এক

সপ্তাহ এইরূপ প্রত্যহ দুইবার সেবন করিলেই জ্বর বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে উদরাময় থাকিলে এ ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। কারণ, ইহা দ্বারা দাস্ত হইয়া থাকে। যতক্ষণ কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইবে, দাস্ত বন্ধ না হইবে,ততক্ষণ রোগীকে পথ্য দিবে না ; দাস্ত বন্ধ হইলে জল-বার্লী বা জল এরারুট পথ্য দিবে। ঔষধ যথা—

হরীতকী	..	পাঁচ আনা দুই রত্তি
পিপ্পলীমূল	...	,,
মুথা	...	,,
কটকী	...	,,
গোলাপের আঠা	..	■ আনা

প্রথমে হরীতকী, পিপুলমূল, মুথা ও কটকী এই দ্রব্য অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া গোলাপের আঠা মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়

(অবিরাম জ্বরে)

১ এক আনা পরিমাণ তাটপত্র চূর্ণ প্রত্যহ জলের সহিত সেবন করিলে অবিরাম জ্বর বিনষ্ট হয়।

২। এক পোয়া জলের সহিত আধ তোলা সোরা ভিজাইয়া রাখিবে প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর ঐ জল অর্দ্ধছটাক করিয়া সেবন করিতে হয়।

৩ করঞ্জ ও গোলমরিচ এই দুইটি দ্রব্য তুল্য পরিমাণে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করিতে হয়

৪। নিম্নলিখিত ঔষধটি সেবন করিলে জ্বরত্যাগ হইবে সন্দেহ নাই। যথা—

পলুতা	...	১ দফা
চিরতা	...	১ দফা
গুলঞ্চ	..	১ দফা
নিমপাতা	..	১ দফা
ক্ষেতপাপড়া	..	১ দফা

এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক তুল্য পরিমাণে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করিতে হয়।

(বিষম-জ্বরে)

১। কেশবাজ নামক গাছের ১ টা শিকড় সাত খণ্ড করিয়া রাখিবে। প্রতিদিন উহার এক এক খণ্ড আদার সহিত সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা বিষমজ্বর বিনাশ পায়।

২। বেনার মূল, শুণ্ঠী, ধনিয়া রক্তচন্দন, মুথা, গুলঞ্চ এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে তৃতীয়কজ্বর দূর হয়।

৩। এক গাছি শ্বেত সূত্র দ্বারা পেচকের দক্ষিণ পাখা বান্ধিয়া রোগীর বাম কর্ণে বন্ধন করিলে ইহাতে ঐকাহিক জ্বর দূর হয়।

৪। কাঁকড়ার গর্ত্তের মাটী আনিয়া রোগীর ললাটে তিলক করিয়া দিবে। ইহা দ্বারাও ঐকাহিক জ্বর বিনাশ পায়।

৫। শ্বেত জয়ন্তী গাছের শিকড় মাথায় বান্ধিয়া রাখিলে বিষমজ্বর দূর হয়।

৬। বিনা জলে বকফুলের পাতার রস বাহির করিবে। ঐ রস দ্বারা নস্য লইলে চাতুর্থক জ্বর দূর হয়।

যদি রবিবারে জ্বরের পালা থাকে, তবে শ্বেতবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত কিঞ্চিৎ শোধিত হরিতালভস্ম সেবন করিলে চাতুর্থক জ্বর বিনষ্ট হয়।

৮। কাকমাচী নামক গাছের শিকড় কানে বান্ধিয়া রাখিলে রাত্রিজ্বর পলায়ন করে

৯। পুষ্যানক্ষত্রে অপাঙ্গের শিকড় তুলিয়া সাতগাছি রক্ত-সূত্র দ্বারা রবিবারে কটিদেশে বান্ধিয়া রাখিলে সর্ব্বপ্রকার তৃতীয়ক জ্বর বিনষ্ট হয়।

১০ কর্ণমল দ্বারা সলতে প্রস্তুত করিয়া তিলতৈলে দগ্ধ করিবে; তাহা হইতে যে কজ্জল প্রস্তুত হইবে, সেই কজ্জল দ্বারা নেত্রদ্বয় অঞ্জিত করিলে ত্র্যাহিক জ্বর দূর হয়

১১ ঘৃত, গুগ্‌গুল, যব, শ্বেতসরিষা, বচ, কুড, হরীতকী, নিমপাতা এই সকল দ্রব্যের ধূম গ্রহণ করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষম-জ্বর ও পুরাতন জ্বর বিনাশপ্রাপ্ত হয়

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(অতীসার, জ্বরাতীসার ও আমাতীসারে)

১। ধনিয়া, শুঁঠ ও পটোলপত্র এই তিনটি দ্রব্য তুল্য পরিমাণে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধ-পোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে অতীসার আরোগ্য হয়।

২ মুথা, বালা, মোচরস, ধনিয়া এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধ-পোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিতে হয়।

৩ নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি কুট্টিত করিয়া একটি মাটীর পাত্রে একসের জলে রাত্রিকালে ভিজাইয়া রাখিবে প্রাতঃকালে উহার উপরিভাগস্থ স্বচ্ছ অংশ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিমাণে অতীসার রোগীকে সেবন করাইবে ইহা দ্বারা তৃষ্ণা ও দাহ প্রভৃতি উপসর্গ সহ অতীসার প্রশমিত হয়

দারুচিনি	...	১ তোলা
গঁদ	...	৪ ,,
মৌরী	...	১ ,,
মিছরি	...	৪ ,,
ফুলখড়ি	...	৪ ,,

৪। নিম্নলিখিত ঔষধটি জ্বরাতিসারের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ সমস্ত দ্রব্যগুলি প্রত্যেক তুল্য পরিমাণে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে হয়। উহা রক্তাতীসার, মলের পিচ্ছিলতা, জ্বরাতিসার, আমদোষে পেটেব্যথা সমস্ত বিনাশ করিয়া দেয়।

আকনাদি	...	১ দফা
বালা	...	১ ,,
কুড়চিছাল	...	১ ,,
বেলশুট	...	১ ,,
লোধ	...	১ ,,
দাড়িমফলের খোসা		১ ,,
রক্তচন্দন	...	১ ,,
মুথা	...	১ ,,
ধাইফুল	...	১ ,,

৫। ইন্দ্রযব, মুথা ও শুণ্ঠি এই তিনদ্রব্য তুল্য পরিমাণে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে, অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে জ্বরাতীসার দূর হয়।

৬। নিম্নে যে কয়েকটি দ্রব্যের নাম লিখিত হইল, ইহাদিগের মধ্যে যে কোন একটি দ্রব্যের রস বাহির করিয়া ছাগীদুগ্ধের সহিত পান করিতে হয়। যে পরিমাণে রস লইবে, ছাগীদুগ্ধ তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ লওয়া কর্ত্তব্য। রক্তাতীসারে ও জ্বরাতীসারে ইহা দ্বারা বিলক্ষণ ফল জন্মে।

(ক) পানকর্পূর	(ঙ) কুড়চিছাল
(খ) দূর্ব্বা	(চ) আষাপানের পাতা
(গ) কেশুরিয়া	(ছ) দাড়িমপাতা
(ঘ) জামপাতা	(জ) কচি ডালিম

৭। আতইস, মুথা, বেলশুঠ ও কুড়চিছাল এই কয়েকটি দ্রব্য সমভাগে মোট ২ তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করাইলে জ্বরাতীসার আরোগ্য হয়।

৮। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি তুল্য পরিমাণে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে জ্বরাতীসার প্রশমিত হয়।

বেলশুঠ	...	ধাইফুল
আকনাদি	..	মুথা
বেণার মূল	...	ধনিয়া
	বালা	

৯। বেলশুঠ, লোধ, ধাইফুল, বরাহক্রান্তা, শুঠি, ধনিয়া, মুথা, বালা ও বেণার মূল এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে মোট

দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে জরাতীসার ও রক্তাতীসার নিবৃত্তি পায়।

১০। কুড়চিছাল, গজপিপ্পলী ও ইন্দ্রযব এই তিন দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে জরাতীসার ও রক্তাতীসার আরোগ্য হয়।

১১। আমলকী, জাম ও আম এই সকলের পাতার রস বাহির করিবে। তিন প্রকার রস সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে রক্তাতীসার দূর হয়।

১২ বেলশুঠ, ধাইপুষ্প, মুথা কুড়চিছাল ও দাড়িমের খোসা এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা রক্তাতীসার দূর হয়

১ নিম্নলিখিত ঔষধটী রক্তাতীসারে ও অতিসারে বিশেষ ফলপ্রদ ; যথা

ছাগীদুগ্ধ	...	অর্দ্ধপোয়া
বেলশুঠ	...	১ তোলা
জল	...	অর্দ্ধসের
মোচরস	...	এক আনা
ইন্দ্রযবচূর্ণ	...	„
চিনি	...	দুই আনা

প্রথমতঃ জলের সহিত ছাগীদুগ্ধ ও বেলশুঠ পাক করিবে যখন কেবল দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া

উহার সহিত চিনি, ইন্দ্রযবচূর্ণ ও মোচরসচূর্ণ মিশাইয়া সেবন করিতে হয়।

১৪। প্রত্যহ বাবলাগাছের কচি পাতার রস একতোলা সেবন করিলে আশু অতীসাররোগ আরোগ্য হয়।

১৫। সোনাছালের রস একতোলা ও কুড়চিছালের রস একতোলা মিশাইয়া প্রত্যহ সেবন করিবে। ইহা অতী ারের পক্ষে ফলপ্রদ মহৌষধ।

১৬। আম্রগাছের ত্বক্, জল বা কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক নাভিমূলে প্রলেপ দিলে পেটবেদনা প্রভৃতি উপসর্গ সহ অতীসার আরোগ্য হয়।

১৭। আমের আঠির শাস ও বেলশুঠ এই দুইটী দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ চিনির সহিত সেবন করিলে অতিসার প্রশমিত হয়।

১৮ জাতীফল বাটীয়া নাভিমূলে প্রলেপ দিলে পেট ব্যথা প্রভৃতি উপসর্গ সহ ঘোরতর অতীসার আরোগ্য হয়।

১৯। ধনিয়া, যব ও পটলপত্র এই তিনটী দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে অতীসার ও বমি নিবারিত হয়। ক্বাথ ঈষদুষ্ণ অবস্থায় সেবন করা বিধি

২০। ইন্দ্রযব, শুঠি, আকনাদি ও হরীতকী এই কয় দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করত অর্দ্ধ-পোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিবে ইহা দ্বারা আমাতীসার আরোগ্য হয়।

২১ কুড়চিছাল, বালা বেলশুঁঠ ও মুথা এই কয়টি দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে আমাতীসার দূর হয়।

২২। নিম্নলিখিত ঔষধটি আমাতীসারের পক্ষে মহৌষধ। যথা—

লবঙ্গচূর্ণ	...	১ দফা
জায়ফলচূর্ণ	...	"
সোহাগার খৈচূর্ণ		"
জীরাচূর্ণ	...	"

এই সকলচূর্ণ তুল্য পরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করিবে। প্রত্যহ প্রাতে ইহার অর্দ্ধতোলার সহিত কিঞ্চিৎ চিনি ও মধু মিশাইয়া সেবন করিতে হয়

২২ মুথার রস এক ছটাক ও মধু এক তোলা মিশাইয়া সেবন করিলে অতীসার আরোগ্য হয়।

২৪ দুই তোলা কুড়চিছাল অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় সেবন করিবে। ইহা দ্বারা আমাতীসার আরোগ্য হয়

২৫ দুই তোলা ইন্দ্রযব অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা অতীসার রোগে ফল দর্শে

২৬। নিম্নলিখিত ঔষধটি অতীসারের পক্ষে মহাফলপ্রদ, যথা—

বিট্‌লবণ		।০ আনা
বেলের কুঁড়ি	..	১ টা
সোহাগার খৈ	..	অর্দ্ধতোলা

বড় এলাচের খোসা	...	২ টা
লবঙ্গ		৪ টা
যমানী	...	২ তোলা

এই সকল দ্রব্য পাতিলেবুর রসে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে গোলমরিচের আকারে এক একটি বড়ী প্রস্তুত করিতে হয়। প্রত্যহ জলের সহিত এই বড়ী এক একটি সেবন করিবে।

(অতীসারে পেটব্যথা থাকিলে)

১। এক ছটাক পরিমাণ হিজলগাছের পাতার রসের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া সেবন করিলে অতীসারজনিত পেটবেদনা আরোগ্য হয়।

২। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি শীতল জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে অতীসারজনিত পেটবেদানা আরোগ্য হয়। যথা—

গোলমরিচ	...	অর্দ্ধ আনা
সাজিমাটী	...	।০
কর্পূর	...	।০

৩। মুসব্বর ও মটর কলায় এই দুটি দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া একত্র শিলাতলে মর্দ্দন করিবে। পরে বহ্নিতাপে গরম করিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলে অতীসারজনিত পেটবেদনা দূর হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ ও গ্রহণীরোগে।

১। শুঠী ও ধনিয়া এই দুই দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা

লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিলে অগ্নিমান্দ্য ও আমাজীর্ণ দূর হয়।

২। শীতল জল পান করিলে বিদগ্ধাজীর্ণ আরোগ্য হয় এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

৩। সৈন্ধবলবণ, পিপুল, হিং ও শুঠী এই কয় দ্রব্য তুল্য পরিমাণে একত্র পেষণ করিবে। উহা দ্বারা পেটে প্রলেপ দিলে অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ আরোগ্য হয়। ইহার একটি বিশেষ গুণ এই যে, এই প্রলেপ দিলে রোগীর সুখে নিদ্রা হইয়া থাকে

৪। উত্তমরূপে পেষিত যোয়ান চারি আনা ও সৈন্ধবলবণ দুই আনা একত্রে মিশাইয়া সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ আরোগ্য হয়।

৫। একতোলা যোয়ান ও একতোলা শুঠী একত্র কুটিয় একপোয়া গরম জলে দুই ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে। পরে ঐ জল পান করিলে অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ও উদরস্ফীতি আরোগ্য হয়।

৬। হরীতকী ও পিপ্পলী সমভাগে মোট দুই আনা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া উহার সহিত অর্দ্ধতোলা সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও অম্লোদগার নিবারিত হয়।

৭। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি একত্রে পেষণ করিয়া তাহার সহিত এক আনা পরিমাণ বিট্‌লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ দূর হয়।

লবঙ্গ	...	দুই আনা
হিংগু	...	তিন রতি
যমানী	...	এক আনা

৮। নিম্নলিখিত ঔষধটি অজীর্ণের পক্ষে পরম উপকারী। যথা—

বিট্‌লবণ	...	১ দফা
রক্তচিতার মূল	...	„ ৭
হরীতকী	...	„
পিপ্পলী	...	„

এই সকল দ্রব্য সমভাগে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণের দুই আনা পরিমাণ লইয়া গরম জলের সহিত সেবন করিতে হয়।

৯। প্রত্যহ প্রাতঃকালে অর্দ্ধতোলা আদার সহিত অর্দ্ধতোলা সৈন্ধবলবণ বাটিয়া একটু একটু করিয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ দূর হইয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়।

১০। কর্পূর ও শ্বেতচন্দন সমভাগে পেষণ পূর্ব্বক নাভির উপর প্রলেপ দিবে ইহা দ্বারা গ্রহণীরোগ, বিশেষতঃ সংগ্রহগ্রহণীরোগ আরোগ্য হয়।

১১ কুড়চিছাল এক তোলা ও দাড়িমের ছাল এক তোলা এই দুইটি দ্রব্য অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে গ্রহণী আরোগ্য হয়

১২ আতইস, ধাইফুল, কুড়চি ও মুথা এই কয়টি দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করত অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিবে ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী আরোগ্য হয়।

১৩। দাড়িমের খোসা, মুথা ও বালা, এই তিন দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করত অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিবে। ইহ দ্বারা গ্রহণীরোগ দূর হয়।

১৪। নিম্নলিখিত দ্রব্য কয়টি দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া

যথানিয়মে সেবন করিলে গ্রহণী ও রক্তাতীসার আরোগ্য হয়। যথা।—

অহিফেন	...	১ দফা
কড়িভস্ম	...	"
শোধিত গন্ধক	...	"
বংশলোচন	...	"
হিঙ্গুল	.	"

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ছাগীদুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিবে উত্তমরূপে মর্দ্দিত হইলে, দুই রতি পরিমাণে এক একটি বড়ী প্রস্তুত করিতে হয়। বড়ীগুলি ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। মুথার রস ও মধু অনুপানের সহিত প্রত্যহ ইহার এক একটি বড়ী সেবন করিবে।

১৫ যমানী, আতইস, বালা ও ধনিয়া এই কয়টি দ্রব্য তুল্য পরিমাণে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করত অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে গ্রহণীরোগ নষ্ট হয়।

১৬ নিম্নলিখিত দ্রব্য কয়টি একত্র করিয়া উপরি-উক্ত প্রণালীতে ক্বাথ প্রস্তুত করত সেবন করিলে গ্রহণীরোগ দূর হয়। যথা—

শুন্ঠি	..	১ দফা
বেলশুঁঠ	..	"
শালপাণি	..	"
ধনিয়া	...	"
বালা	...	"

১৭ মুথা চারি আনা ও লবঙ্গ চারি আনা পরিমাণ লইয়া

খণ্ডে উত্তমরূপে পেষণ করিবে। পরে অগ্নিতাপে গরম করিয়া কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া সেবন করিলে গ্রহণীরোগ দূর হয়।

১৮। মিছরির সহিত পাকা কদবেল পানা করিয়া দুই দিন বা তিন দিন সেবন করিলেই গ্রহণীরোগ আরোগ্য হয়।

১৯। নিম্নে যে কয়েকটি দ্রব্য লিখিত হইল, তণ্ডুলজলের সহিত উহার দুই আনা পরিমাণ প্রত্যহ সেবন করিবে। ইহা দ্বারা গ্রহণীরোগ আরোগ্য হয়।

ইন্দ্রযবচূর্ণ	...	১ দফা
ধাইপুষ্পচূর্ণ	..	,,
শুণ্ঠিচূর্ণ	..	,,
রসাঞ্জ· চূর্ণ	...	,,
আতইসচূর্ণ	...	,,
কুড়চিছালচূর্ণ	..	,,

২০। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া দাড়িমের রসের সহিত সেবন করিবে। ইহাতে গ্রহণী আরোগ্য হয়, অগ্নি বৃদ্ধি পায়, এবং আমদোষের শান্তি হইয়া থাকে।

দাড়িমের খোসাচূর্ণ	...	৵০ আনা
পিপুলচূর্ণ	...	৵০ আনা
রক্তচিতাচূর্ণ	...	৵০ আনা

২১। [illegible], ডালিমের খোসা ও জামপাতা এই কয় দ্রব্য সমভাগে দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে গ্রহণী আরোগ্য হয়।

২২। শুলঞ্চ, শুঁঠ আতইস ও মুথা এই কয় দ্রব্য তুল্য পরিমাণে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করত

অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে গ্রহণীরোগ আরোগ্য হয়।

২৩। নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করিয়া ঘোলমিশ্রিত অন্ন ভোজন করিবে ইহা দ্বারা বহুকালের পুরাতন গ্রহণীরোগ আরোগ্য হয়।

জলের সহিত পিষ্ট বেলশুঠ	..	১ তোলা
শুণ্ঠীচূর্ণ	..	০ আনা
ইক্ষুগুড়	..	১ তোলা
ঘোল	..	অর্দ্ধপোয়া

২৪ নিম্নলিখিত ঔষধটি প্রস্তুত করিয়া তাহার দুই আনা পরিমাণ লইয়া দুই আনা ইক্ষুগুড়ের সহিত মিশাইয়া তৎসহ অর্দ্ধপোয়া ঘোল মিশ্রিত করত সেবন করিবে। ইহা দ্বারা গ্রহণীরোগ দূর হয়

কুর্চিছালচূর্ণ	...	৪ তোলা
শুঠচূর্ণ	...	১ ,,
গোলমরিচচূর্ণ	..	১ ,,

চতুর্থ অধ্যায়।

ক্রিমিরোগ।

১। বিড়ঙ্গের শাঁস চারি আনা এবং দাড়িমগাছের মূলের ছাল অর্দ্ধতোলা একত্র জলের সহিত উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে ক্রিমি পতিত হইয়া রোগী সুস্থ হয়।

২। অর্দ্ধতোলা কেবুকের * রস লইয়া তৎসহ কিঞ্চিৎ ইক্ষু-গুড় মিশাইয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিরোগ দূর হয়।

৩। অর্দ্ধতোলা পলাশবীজচূর্ণ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে যে কোন প্রকার ক্রিমি হউক না কেন, নষ্ট হয়।

৪। বিনা জলে পালিদামাদারের পাতার রস নিষ্পেষণ করিয়া তাহার দুই তোলা পরিমাণ লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সঙ্গে মিশাইয়া সেবন করিলে কোষ্ঠস্থ ক্রিমি পতিত হইয়া যায়।

৫। প্রত্যুষে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত একতোলা শিমপাতার রস সেবন করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

৬। কিঞ্চিৎ চূণের জলের সহিত ভাঁটগাছের ডগা ছয়টি বাটিয়া সেবন করিলে ক্রিমি দূর হয়।

৭। দুই তোলা আটকাঁদা-পাতার রস কিংবা দুই তোলা আসসেওড়াপাতার রস প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে ক্রিমি ও তজ্জনিত বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ দূর হয়।

৮। গরম জলের সহিত উচ্ছেপাতার রস সেবন করিলেও ক্রিমিরোগে উপকার দর্শে।

৯। শীতল জলের সহিত দুই আনা পরিমাণ সৈন্ধবলবণ সেবন করিলে ক্রিমিরোগে উপকার দর্শে। কিন্তু খালিপেটে সেবন করাই ব্যবস্থা।

১০। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি তুল্য পরিমাণে মোট দুই তোলা লইয়া ঘোলের সহিত মর্দ্দন করিবে। উহা সেবন করিতে হয়। ক্রিমির পক্ষে ইহা মহৌষধ।

হরীতকী .. ১ দফা

---

* কেবুককে চলিত কথায় কেওয়াতার বলে।

সৈন্ধব	...	১ রতি
যবক্ষার	...	„
বিড়ঙ্গ	...	„
কমলাগুঁড়ি	..	„

১১। নাচিশাকের রস দুই তোলার সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিরোগ দূর হয়।

১২। ধুতুরাপাতার রস, পাণের রস ও কর্পূর এই তিন দ্রব্য একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক মস্তকে লেপ দিলে উকুন মরিয়া যায় *

১৩। পলাশের মধ্যস্থিত শাঁস চারি আনা পরিমাণ লইয়া প্রত্যহ প্রভাতে ঘোলের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে ক্রিমি-রোগ আরোগ্য হয়।

১৪। একছটাক হুঁকোর বাসিজল এবং একছটাক চুণের জল একত্র মিশাইয়া পান করিলে ক্রিমিরোগ আরোগ্য হয়।

১৫। আনারসের কচিপাতার রস দুই তোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে ক্রিমিরোগ আরোগ্য হয়।

(ক্রিমিরোগে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে)

১৬। নিম্নলিখিত ঔষধটি একত্র মিশাইয়া প্রাতঃকালে সেবন করিবে ইহা দ্বারা ক্রিমিজনিত কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়

মিছরী	..	১ তোলা
রেড়ির তৈল	..	„
নারিকেলের দুগ্ধ	...	আধপোয়া

১৭। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া

* উকুনও একপ্রকার ক্রিমিরোগের মধ্যে গণ্য। এই জন্য এই ঔষধটি এই স্থলে লিখিত হইল।

অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিতে হয় ইহা দ্বারা মলের সহিত সমস্ত কৃমি পড়িয়া যায়।

তেউড়ির মূল	...	১ দফা
নিম্বত্বক্	...	”
পলাশবীজ	...	”
গুলঞ্চ	...	”
বিড়ঙ্গের শাঁস	...	”
চিরতা	...	”
ক্ষেতপাপড়া	...	”
কটুকী	...	”

পঞ্চম অধ্যায়।

আমাশয় ও রক্তামাশয়।

১ একরতি প্রমাণ আকন্দমূলের ছালচূর্ণ সেবন করিলে আমাশয়রোগে উপকার দর্শে

২ একতোলা কচি বেলপোড়া ও অর্দ্ধতোলা তিলবাটা একত্র ঘোলের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে আমাশয় আরোগ্য হয়

৩ বনমুগার পাতার রস বিনা জলে বাহির করিয়া প্রাতে অর্দ্ধছটাক ও বৈকালে অর্দ্ধছটাক সেবন করিবে। ইহাতে আমাশয়ে উপকার দর্শে

৪ বেড়ীর তৈলের জোলাপের দ্বারাও আমাশয়ে উপকার হয়।

পাঙ্কাইলের বড়া করিয়া অথবা ঝোল রাঁধিয়া অন্নসহ ভোজন করিলে আমাশয়ে উপকার দর্শে।

৬। অর্দ্ধছটাক আমরুল পাতার রস প্রাতঃকালে এবং অর্দ্ধ ছটাক রস বৈকালে সেবন করিলে আমাশয় আরোগ্য হয়।

৭। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি কিঞ্চিৎ তিলতৈলসহ মিশাইয়া সেবন করিলে আমাশয় আরোগ্য হয় এবং তজ্জনিত পেটবেদনা প্রভৃতি উপসর্গ দূর হইয়া থাকে।

শুণ্ঠীচূর্ণ	...	দুই আনা
পিপ্পলীচূর্ণ	...	
পোড়া কচি বেলের শাঁস		

৮। কিঞ্চিৎ মধুর সহিত একতোলা পরিমাণ থুলকুড়ির রস পান করিলে আমাশয়ে উপকার দর্শে।

৯। দুই তোলা ইক্ষুগুড় ও দুইতোলা কচি বেল পোড়ার শাঁস একত্রে করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে আমাশয় আরোগ্য হয়।

১০। কচি পেয়ারাপাতার রস বাহির করিয়া তাহার চারি আনা পরিমাণ প্রত্যহ সেবন করিবে। ইহা দ্বারা আমাশয় আরোগ্য হয়।

১১। বাবলাগাছের কুঁড়ি চারি আনা কিঞ্চিৎ চিনির সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে রক্তামাশয় আরোগ্য হয়।

১২। নিম্নলিখিত ঔষধটি প্রস্তুত করিয়া প্রতিদিন প্রাতে চাউলধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে নূতন পুরাতন সকল প্রকার আমাশয়ে ফল দর্শে।

শুণ্ঠী	...	১ দফা
রসাঞ্জন	...	„

কুড়চিছাল	...	"
বাইকুল	...	"
ইন্দ্রযব	...	"
আতইস	...	"

প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া মোট দুই তোলা করিবে সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া লইয়া দুই আনা পরিমাণ প্রত্যহ সেবন ব্যবস্থা

১৩ আড়াইটি গোলমরিচ ও আড়াইটা জীরার সহিত চারি আনা পরিমাণ আমরুলের শিকড় বাসিজলের সহিত বাটিয়া প্রত্যহ সেবন করিবে তিন দিন সেবন করিলেই রক্তামাশয় আরোগ্য হয়।

১৫। নিম্নে যে কয়েকটি দ্রব্যের নাম লিখিত হইল, উহার মধ্যে যে কোন একটি দ্রব্যের রস বাহির করিবে সেই রস প্রত্যহ সেবন করিলে অল্পদিনের মধ্যেই রক্তামাশয়রোগ আরোগ্য হয়; রোগীর বয়স প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া পরিমাণ স্থির করিবে। মাত্রা ১ তোলা হইতে দুই তোলা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শূল ও অম্লরোগ।

দূর্ব্বা	কচি দাড়িমপাতা,
কুড়চিছাল	আমাপান

১। স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ ও হরীতকী এই তিনটী দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করত সেবন করিলে শূল ও অম্লরোগে উপকার দর্শে

২। নিম্নে যে ঔষধটি লিখিত হইল, ইহা দ্বারা অতি শীঘ্র শূল ও অম্লরোগ আরোগ্য হয়। শীতল জলের সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে একটি ও সন্ধ্যাকালে একটি বড়ী সেবন করিবে। যথা—

মুলতানী হিং	...	দশ আনা
শুণ্ঠীচূর্ণ	...	পাঁচ তোলা
সোহাগার খৈ	...	সওয়া তোলা
বিটলবণ	...	আড়াই তোলা

প্রথমে সজিনার ছালের রসের সহিত মর্দ্দন করিতে হয় পরে অন্যান্য সকল দ্রব্য একত্র সজিনার রসে মর্দ্দন করিবে। তৎপরে হিঙ্গের সহিত সমস্ত দ্রব্য মিশাইয়া পুনর্ব্বার সজিনা ছালের রসে মর্দ্দন করিবে। তৎপরে আটচল্লিশটি বড়ী প্রস্তুত করিয়া লইবে।

৩। দুই তোলা কালকাসন্দার পাতার রস প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে শূল ও অম্লরোগে উপকার দর্শে।

৪। শামুকের খোলা পুড়াইয়া সেই ছাই প্রত্যহ প্রাতে গরম-জলের সহিত সেবন করিতে হয়। মাত্রা রোগীর বয়স প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া স্থির করিবে। মাত্রা ১২ রতি হইতে ২৪ রতি পর্য্যন্ত। ইহা শূল ও অম্লরোগের মহৌষধ।

৫। ত্রিফলা সমভাগে লইয়া সমস্ত একত্র চূর্ণ করিবে। পরে সমস্ত চূর্ণের সমপরিমাণ গুড় উহার সহিত মিশাইতে হয়। একত্র মিশাইয়া জলের সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। ইহা শূল, অম্ল, ও অম্লপিত্তের মহৌষধ। প্রত্যহ চারি রতি মাত্রায় সেবন করিতে হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

বহুমূত্র, অশ্মরী, মেহ, প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে।

১। নিম্নলিখিত দ্রব্য চারিটির কাথ প্রস্তুত করিবে। কাথ প্রত্যেক দ্রব্যের পৃথক্ পৃথক্ অথবা ইচ্ছা করিলে সমস্ত একত্র করিয়া কাথ প্রস্তুত করিতে হয়। সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা গ্রহণ করিবে। ইহা মেহ প্রমেহাদির পক্ষে অব্যর্থ ঔষধ। দ্রব্য চতুষ্টয় যথা—

শালকাষ্ঠ	...	১ দফা
যমানী	...	,,
কদম্বকাষ্ঠ	...	,,
অর্জ্জুনছাল	...	,,

২। মুথা, হরীতকী, লোধ ও কট্‌ফল এই চারিটি বস্তু সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য হয়।

৩। দুরালভা, আকনাদি, অর্জ্জুনছাল ও বিড়ঙ্গ এই কয়টি বস্তু সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় সেবন করিতে হয়। ইহা সর্ব্বপ্রকার প্রমেহরোগের মহৌষধ।

৪। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার মেহ প্রমেহরোগ আরোগ্য হয়।

রাখালশসার মূল	...	১ দফা
শরুহবিদ্র	...	,,
মুথা	...	,,
হরীতকী	...	,,
বহেড়া	...	,,
আমলকী	...	,,

৫। ইক্ষু, দর্ভ, শর, কুশ ও কাশ এই কয়টির মূল সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে মেহ প্রমেহরোগে ফল দর্শে।

৬। গোক্ষুর, আমলকী, গুলঞ্চ, অশ্বগন্ধা ও শুঠী এই কয়টি দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোল লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করিতে হয়।

৭। অর্দ্ধতোলা চিনির সহিত একতোলা পলাশপুষ্প বাটিয়া প্রত্যহ শীতল জলের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিবে।

৮। কিঞ্চিৎ চিনি বা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত প্রত্যহ প্রাতঃ-কালে একতোলা কচি শিমুলমূলের রস সেবন করিলে প্রমেহের ফল দর্শে।

৯। চিনি ও বটের আঠা এই দুই দ্রব্য তুল্যপরিমাণে একত্র মিশাইয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ প্রমেহ আরোগ্য হয়।

১০। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির কাথ প্রস্তুত করিয়া কিঞ্চিৎ চিনি বা মধুর সহিত মিশাইয়া প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার মেহ, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি আরোগ্য

হয় সকল দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোল লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করত অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিবে।

ভূমিকুষ্মাণ্ড	১ দফা	শালিধান্যের মূল ...	১ দফা
কেশুর	,,	গোক্ষুর	,,
শতমূলী	,,	কাশ ...	,,
কুশ	,,	ইক্ষুমূল ...	,,

১১। ডাব নারিকেলের মুখ কাটিয়া তাহার মধ্যে ফট্‌কারী-চূর্ণ চারি আনা ফেলিয়া দিবে। পরদিন সেই ডাবের জল পান করিতে হয়। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়

১২ কাঁচা গব্যদুগ্ধ অর্দ্ধপোয়ার সহিত একতোলা ক্ষিরার রস মিশাইয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্রে উপকার দর্শে

১৩ প্রতিদিন প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ মধু বা চিনির সহিত ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস একতোলা সেবন করিলে প্রমেহ প্রভৃতি আরোগ্য হয়

১৪ সৈন্ধবলবণ ও ঘৃতকুমারীর শাঁস তুল্যপরিমাণে সেবন করিলে পুরাতন প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্রে ফল দর্শে।

১৫ নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করিতে হয় ইহা দ্বারা মেহ, প্রমেহ, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

বহেড়া ...	১ দফা	আমলকী ...	১ দফা
রাখালশসা ...	,,	হরিদ্রা ...	,,

মুথা	...	,,	হরীতকী	...	,,
দূর্ব্বা	...	,,	লোধ	...	,,
			দেবদারু	...	,,

১৬। দুই আনা হরিদ্রাচূর্ণ ও এক তোলা কাঁচা আমলকীর রস একত্র মিশাইয়া কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে অশ্মরী, মেহ প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি আরোগ্য হয়

১৭। শোধিত গন্ধক ও লৌহ তুল্যপরিমাণে লইয়া ঘৃত কুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। উহার ৩ তিন রতি মাত্রায় প্রত্যহ সেবন ব্যবস্থা। ইহা দ্বারা মেহ প্রমেহ, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী প্রভৃতি আরোগ্য হয়

১৮ দুগ্ধ চিনি ও শতমূলীর রস এই তিন দ্রব্য সমভাগে মিশাইয়া প্রত্যহ সেবন করিবে ইহা দ্বারা সকল প্রকার মেহ আরোগ্য হয়।

১৯। প্রতিদিন প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশাইয়া দুই রতি উৎকৃষ্ট লৌহভস্ম সেবন করিলে মেহ, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগে উপকার দর্শে।

২০। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে কিঞ্চিৎ চিনির সহিত মিশ্রিত করত সেবন করিবে। সকল দ্রব্য সমভাগে মোট দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করত আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া লইবে ইহা দ্বারা প্রমেহ মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

গোক্ষুর	...	১ দফা
আমলকী	...	,,
ভুমিকুষ্মাণ্ড	...	,,

কিস্‌মিস্	...	„
যষ্টিমধু	...	„

২১। প্রত্যহ একটু একটু চুণের জল পান করিলে বহুমূত্র, প্রমেহ প্রভৃতিতে উপকার দর্শে

২২। প্রত্যহ প্রাতে একতোলা যজ্ঞডুমুরের রস কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিবে ইহা দ্বারা বহুমূত্রে যথেষ্ট উপকার হয়।

২৩ মধু, ছাগীদুগ্ধ ও গোক্ষুরচূর্ণ এই কয় দ্রব্য সমভাগে মিশাইয় ৮ রতি মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করিবে। ইহা দ্বারা বহুমূত্র, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী প্রভৃতি আরোগ্য হয়

২৪ প্রত্যহ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত দুই তোলা কাঁচা আমলকীর রস সেবন করিলে বহুমূত্র ও প্রমেহ প্রভৃতিতে উপকার দর্শে

২৫। পক্ক কদলী, দুগ্ধ, খেজুরগাছের শিকড় এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট একতোলা লইয়া মর্দ্দন করত প্রত্যহ প্রভাতে সেবন করিবে। ইহা দ্বারা বহুমূত্র; মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ অশ্মরী প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

২৬। রাখালশসার মূল কিম্বা তালমূলীর শিকড় জল সহযোগে বাটিয়া বাসিজলের সহিত সেবন করিলে বহুমূত্র, প্রমেহ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

২৭। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি একত্র চট্‌কাইয়া সেবন করিলে বহুমূত্র,মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও প্রমেহ প্রভৃতিতে উপকার দর্শে যথা—

গব্যঘৃত	—	৬ তোলা
পাকা কাঁচা কলা	—	১ টা
শতমূলীর রস	—	½ তোলা
ভুঁইকুষ্মাণ্ডের রস	—	১ তোলা

অষ্টম অধ্যায়।

বাধক, প্রদর ও রক্ত প্রদর।

১। পাঁচ রতি দারুচিনি চূর্ণ ও দশ রতি সোহাগার খৈ একত্র মিশাইয়া সেবন করিলে বাধকরোগে ফল দর্শে। ইহা দ্বারা রজঃকৃচ্ছ্রতা দূর হয়।

২। ঋতু হইবার এক সপ্তাহ অগ্রে প্রতিদিন প্রাতঃকালে দুইটী জবাফুলের রস সেবন করিলে বাধক আরোগ্য হয়।

৩। আধ তোলা দুগ্ধের সহিত এক তোলা মেথী বাটিয়া ঋতুর চারি পাঁচ দিন অগ্রে সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা বাধক দূর হয়।

৪। যে দিন ঋতু হয়, সেই দিন হইতে তিন দিবস প্রত্যহ প্রাতে সাতটি গোলমরিচ সহিত ওলট কম্বলের শিকড়ের ছাল চারি আনা পরিমাণে জলযোগে বাটিয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা বাধক দূর হয়, অধিকন্তু গর্ভের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

৫। অর্দ্ধ তোলা গোলমরিচ ও দুই তোলা শ্বেত আকন্দ মূলের ছাল একত্র বাসি জলে মর্দ্দন করিয়া সেবন করিবে। এক বিংশতি দিন এইরূপ সেবন করিলে রক্তপ্রদর রোগ আরোগ্য হয়। পরন্তু এই ঔষধ সেবন করিয়া শীতল দ্রব্য ভক্ষণ এবং টাট্‌কা মাছের ঝোল খাইবে।

৬। দুই আনা রসাঞ্জনচূর্ণের সহিত অশোকছালের ক্বাথ দুই তোলা মিশাইয়া সেবন করিলে শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদরে উপকার হয়। অশোকছালের ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হইলে দুই তোলা

ছাল লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করত অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে।

নবম অধ্যায়।

কাস ও শ্বাস (হাঁপানি) রোগ।

১। বিনা জলে আদার রস ১ ছটাক বাহির করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া সেবন করিলে কাসরোগ দূর হয়।

২। পিপ্পলীর গুঁড়া ও পিণ্ডখর্জ্জুর তুল্য পরিমাণে মর্দ্দন পূর্ব্বক তাহার সহিত কিঞ্চিৎ খৈচূর্ণ, চিনি ও দ্রাক্ষা মিশাইয়া সমস্ত দ্রব্য একত্র করিবে। উহা একটু একটু করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে কাস দূর হয়

৩। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি একত্র কুটিয়া নূতন কলিকাতে সাজিয়া অগ্নি সংযোগে তাহার ধূম পান করিবে ইহাতে কাস রোগে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। যথা—

মুথা	..	১ দফা
হরিতাল	..	"
মনঃশিলা	..	"
জটামাংসী	...	"
যষ্টিমধু	..	"

এই ঔষধের ধূমপান করিয়া কিঞ্চিৎ গব্যদুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য

৪ শ্বেত ধুতুরার ফুল রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিবে ঐ চূর্ণ কাগজের মধ্যে পুরিয়া চুরুট প্রস্তুত করিতে হয়। ঐ চুরুটের ধূমপানে হাঁপানিরোগে বিলক্ষণ ফল দর্শে।

৫। এক আনা ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম ও এক আনা পিপ্পলীচূর্ণ উত্তমরূপে মিশাইয়া মধুর সহিত সেবন করিবে। ইহাও হাঁপানির পক্ষে উপকারী।

৬। কিঞ্চিৎ খাঁটী সর্ষপ তৈলের সহিত অর্দ্ধ তোলা পুরাতন ইক্ষুগুড় মিশাইয়া সেবন করিলে হাঁপানিতে উপকার হয়।

৭। কনকধুতুরার ডাঁটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। তৎপরে উহা নূতন কলিকায় সাজিয়া ধূমপান করিলে হাঁপানিতে শান্তি বোধ হয়।

দশম অধ্যায়।

রসায়ন ও বাজীকরণ।

১। কিঞ্চিৎ চিনির সহিত শিমূলফুলের রস অর্দ্ধতোলা প্রত্যহ সেবন করিলে বলবীর্য্য বৃদ্ধি পায়।

২। ছাগলের মুষ্ক জল সহযোগে সিদ্ধ করিয়া গব্য ঘৃতে ভাজিবে। তৎপরে কিঞ্চিৎ পিপুল-চূর্ণ ও সৈন্ধব লবণের সহিত উহা ভক্ষণ করিলে বলবীর্য্য বৃদ্ধি পায়।

৩। এক মাস প্রত্যহ অন্ন ভোজন ত্যাগ করিয়া কেবল দুগ্ধ পান করিবে এবং প্রত্যহ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভীমরাজের রস পান করিতে হইবে। ইহা দ্বারা কান্তি বৃদ্ধি হয়, বর্ণ কমনীয় হয়, পরমায়ু বৃদ্ধি পায় এবং বলবীর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

৪। ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস দ্বারা সাতবার ভূমিকুষ্মাণ্ডের চূর্ণ ভাবনা দিবে। তৎপরে কিঞ্চিৎ মধু ও গব্য ঘৃত মিশাইয়া উহা সেবন করিলে বলবীর্য্য বৃদ্ধি পায়।

একাদশ অধ্যায়।

ভগন্দর ও অর্শরোগ।

১ দুই আনা রক্তচন্দন-চূর্ণ ও এক তোলা তিল একত্রে জল সহযোগে বাটিয়া সেবন করিলে অর্শোরোগ আরোগ্য হয়।

২। উচ্ছে পাতার রস সেবন করিলে ও অর্শরোগে উপকার দর্শে

৩। প্রত্যহ এক তোলা কুকসিমার রস পান করিলে অর্শ রোগ আরোগ্য হয়

৪। অর্দ্ধতোলা চিনি ও অর্দ্ধতোলা হরীতকীচূর্ণ একত্র জলের সহিত মিশাইয়া রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে সেবন করিবে। ইহাতে অর্শোরোগে বিলক্ষণ ফল দর্শে।

৫। আদা ও বন আদা এই দুইটি দ্রব্য তুল্য পরিমাণে একত্র বাটিয়া সেবন করিলে অর্শরোগে উপকার হয়

৬। দুই তোলা ইক্ষু গুড় ও চোনার সহিত সিদ্ধ হরীতকী দুই তোলা একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক সেবন করিলে অর্শোরোগ আরোগ্য হয়।

৭। মঞ্জিষ্ঠা, তেউড়ী, তিল এই কয় দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলের সহিত পেষণ করিবে অনন্তর কিঞ্চিৎ মধু, ঘৃত ও সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া বলির চারিদিকে প্রলেপ দিবে ইহা দ্বারা অল্প দিনের মধ্যেই ভগন্দর আরোগ্য হয়।

৮ নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া জলের সহিত মর্দ্দন করিবে তৎপরে ভগন্দরের চারিদিকে উহার প্রলেপ দিতে হয়। ইহা দ্বারা অল্পদিনের মধ্যেই ভগন্দর আরোগ্য হয়।

বাত-রক্তরোগ।

১। পদ্মগুলঞ্চ, ভেরেণ্ডার শিকড় ও বাসকের ছাল এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হয়। এই ক্কাথের সহিত কিঞ্চিৎ রেড়ীর তৈল মিশাইয়া পান করিবে। ইহা বাতরক্তের পক্ষে পরম ফলপ্রদ।

২। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রত্যেকের তুল্য পরিমাণে মোট দুই তোলা গ্রহণ করিবে। অনন্তর সমস্ত দ্রব্য একত্রে অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই ক্কাথ সেবন করিলে বাতরক্ত আরোগ্য হয়।

গুলঞ্চ	...	১ ধপা
মঞ্জিষ্ঠা	...	”
দারুহরিদ্রা	...	”
হরীতকী	...	”
বচ	...	”
বহেড়া	...	”
আমলকী	...	”
নিমের ছাল	...	”
কটকী	...	”

৩। বহেড়া, পটলপাতা, গুলঞ্চ, আমলকী, শতমূলী, কটকী হরীতকী এই কয় দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করিতে হয়। ইহ দ্বারা বাতরক্ত আরোগ্য হয়।

৪। বাসকের ছাল, গুলঞ্চ ও সোঁদালপুষ্প এই তিন দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে,

অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করিতে হয়। ইহা বাতরক্তরোগ বিনাশ করে। যখন এই ঔষধটি সেবন করিবে, তখন উহার সহিত কিঞ্চিৎ রেড়ির তৈল মিশাইয়া সেবন করিবে।

১ নিসিন্দা, শুঁঠ ও রসুন এই তিন দ্রব্য তুল্য পরিমাণে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করিতে হয়। অনেক স্থলে পরীক্ষা করিয়া এই ঔষধের গুণ প্রত্যক্ষ হইয়াছে। ইহা দ্বারা আমবাত বিনষ্ট হয়

২। রেড়ির তৈল অথবা খাঁটি সরিষার তৈল গরম করিয়া তাহার সহিত কর্পূর মিশ্রিত করত বেদনাস্থানে বা যে স্থানে ফুলিয়াছে, তথায় মালিস করিবে। উক্তরূপে মালিস করিয়া আকন্দপত্র বা ভেরেণ্ডাপত্রদ্বারা সেই স্থানে বন্ধন করিয়া রাখিবে ইহাতে আশু উপকার দর্শে।

৩। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে আমবাত ও বাতব্যাধিতে বিশেষ উপকার দর্শে অধিকন্তু পৃষ্ঠদেশ, কোমর, পার্শ্ব, জঙ্ঘা প্রভৃতি স্থানের বেদনা দূর হয় সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় পান করিবে। যথা—

এরণ্ডমূল	...	১ দফা
রাস্না	...	”
সোদাল	...	”
পুনর্ণবা	...	”

গুলঞ্চ	.	„
গোক্ষুর	.	„
দেবদারু	.	„

৪ বিডঙ্গ, রক্তচিতার মূল ও দেবদারু এই তিনটি দ্রব্য সমভাগে লইয়া চোনার সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে বাত স্থানের উপর ইহার প্রলেপ দিলে বিলক্ষণ উপকার দর্শে

৫ বেদনা ব ফুলাস্থানে আকন্দের আঠা মালিস করিলে উপকার হয়।

৬ কুড়চির ছাল ও শিমলের মূল এই দুইটি দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক সেবন করিবে আমবাতে ইহদ্বারা বিলক্ষণ উপকার হয়

৭ পুনর্ণবা, গোক্ষুর, গুলঞ্চা, ভেরেণ্ডার মূল ও রাস্না এই কয় দ্রব্য তুল্যপরিমাণে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে অর্দ্ধপোয় অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে উপকার দর্শে

৮ বিছুটীর ছের পাতা ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে আমবাত রোগে উপকার হয়

৯ এক তোলা গোলমরিচ ও অর্দ্ধপোয়া সজিনামূলের ছাল একত্র করিয়া বাসি হুকার জলের সহিত মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে উহা অগ্নিতাপে গরম করিতে হয়। বেদনাস্থলে উহার প্রলেপ দিলে উপকার হয়

১০ চারি আনা তিলতৈল ও চারি আনা রশুন একত্রে বাটিয়া সেবন করিলে উপকার হয়

১১ নিম্নলিখিত ঔষধটী দ্বারা অস্থিগত আমবাত, সন্ধিগত আমবাত ও মজ্জাগত আমবাত আরোগ্য হয় যথা—

শুণ্ঠী	...	১ টকা
রাস্না	..	"
এরণ্ডমূল	...	"
গুলঞ্চ	..	"
দেবদারু	..	"

এই কয় দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হয়। ঈষদুষ্ণ অবস্থায় সেবনীয়।

১২ সমুদ্রের ফেনা, গোলমরিচচূর্ণ ও পট্টবস্ত্র পুড়ান ছাই এই তিন দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া জল দ্বারা মর্দ্দন করিবে উত্তমরূপে মর্দ্দিত হইলে বেদনাস্থলে প্রলেপ দিতে হয়।

১৩ ব্রাহ্মীশাক ঘৃতে ভাজিয়া ভক্ষণ করিলে আমবাতে উপকার দর্শে

১৪। দুই তোলা শিরীষগাছের ছাল লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা সকল প্রকার বাতব্যাধিতে উপকার দর্শে।

১৫। চিতামূল, পিপুল, শুঠ, চই ও পিপুলমূল এই কয়েকটী দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করিতে হয়

১৬। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া কাঁজির সহিত মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপে মর্দ্দিত হইলে অগ্নিতে গরম করিয়া বেদনাস্থলে উহার প্রলেপ দিতে হয় যথা—

আকন্দ গাছের ছাল	...	১ দফা
ফুল	...	"
মাষ কলাই	...	"
তিসি	...	"
কৃষ্ণযুগ	...	"
রাস্না	...	"
দেবদারু	...	"

১৭। যতটা সরিষার তৈল গ্রহণ করিবে, তাহার অর্দ্ধেক তার্পিণ তৈল লইবে ঐ দুই তৈল একত্র করিয়া উহার সহিত কিঞ্চিৎ কর্পূর মিশ্রিত করত মালিস করিলে বক্ষঃস্থলস্থ বাতশ্লেষ্মাজনিত বেদনা দূর হয়।

১৮। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রত্যেক সমভাগে মোট দুই তোলা লইবে। পরে অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় সেবন করিতে হয় যথা।

গুলঞ্চ	...	১ দফা
দেবদারু	...	"
শুণ্ঠী	..	"
বচ	...	"
শঠি	...	"
আতইস	...	"
হরীতকী	..	"

১৯ শুণ্ঠী, দশমূল, দেবদারু, গুলঞ্চ, রাস্না, এরণ্ডমূল এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় সেবন করিতে হয়

সার্ব্বাঙ্গিক (চৌরাঙ্গী) বাতরোগে।

১ম আর্দ্রক ও রসুন সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দন করিবে। তৎপরে উহা অগ্নিতে গরম করিয়া বেদনাস্থানে প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

২। বেড়েলার মূলের কাথে সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া পান করিলে বিলক্ষণ উপকার দর্শে

৩। পুঁইশাকের পাকা বীজ পুড়াইয়া তাহার তৈল মর্দ্দন করিলে বাতজনিত কুব্জতা দূর হয়।

৪ পুরাতন গুড়, লঙ্কা মরিচ ও রাইসরিষা এই কয়টী দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক বেদনাস্থানে প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

৫। পুনর্ণবা, গোক্ষুর, রাস্না, যব ও ভেরেণ্ডার মূল এই কয়টি দ্রব্য তুল্য পরিমাণে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করিতে হয় ইহা দ্বারা চৌরাঙ্গী বাত আরোগ্য হয়

৬ বেড়েলা, জটামাংসী, মাষকলায়, ভেরেণ্ডার মূল ও আলকুশীবীজ এই কয় দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া উহাতে কিঞ্চিৎ হিং ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে

৭। পুরাতন ঘৃত ও শুণ্ঠীচূর্ণ একত্র গরম করিয়া মর্দ্দন করিলে উপকার হয়।

৮ প্রত্যহ রাত্রিকালে আহারের পর এক ছটাক গোদুগ্ধের সহিত এক তোলা বেড়ির তৈল সেবন করিলে উপকার হয়।

৯। ধুতুরাপাতার রসের সহিত কিঞ্চিৎ অহিফেন মিশাইয়া অগ্নিতাপে গরম করত বেদনাস্থলে মালিস করিবে

১০। সৈন্ধবলবণ ও তেকাঁটা সিজের আঠা সমভাগে লইয়া বেদনাস্থলে মর্দ্দন করিলে বিশেষ উপকার হয় কিন্তু সাবধান যেন বাতজনিত বেদনাস্থলে ভিন্ন অন্যস্থানে এ ঔষধ না লাগে

১১। বিট্‌লবণ, আতইস, পিপুল ও বচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিলে অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করিতে হয়।

১২। মুসব্বর ও আদা এই দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া বাটিবে। তৎপরে উহা অগ্নিতাপে গরম করিয়া বেদনাস্থানে প্রলেপ দিতে হয়

১৩। প্রথমতঃ নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জল সিদ্ধ করিতে হয়। অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে ঐ ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ শুঠীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে হয় যথা—

গোক্ষুর	.	১ দফা
পুনর্ণবা		"
রাস্না	.	"
ভেরেণ্ডার মূল	...	"
দেবদারু	...	"
সোদাল	..	"
গুলঞ্চ	...	"

১৪। তোপচিনি, বিট্‌লবণ ও সোরা এই তিন দ্রব্য সমপরি-

মাপে লইয়া একত্রে বাটিবে উত্তমরূপে মর্দ্দিত হইলে উহাদ্বারা বেদনাস্থলে প্রলেপ দিতে হয়।

১৫। যে স্থানে বাতজনিত বেদনা, তথায় উত্তমরূপে খাঁটি সরিষার তৈল মর্দ্দন করিবে। পরে আকন্দপত্রের বেষ্টনী দিয়া সেই বেদনাস্থলে উত্তম রূপে বন্ধন করিবে তৎপরে উহার উপর লবণের পুটলীর সেক দিবে।

১৬। দুই তোলা শিউলিপাতা অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবা অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে ইহা পান করিলে অনেক উপকার হয় ইহা কোষ্ঠ পরিষ্কার করে

১৭ পঞ্চমূল অথবা দশমূল যাহা ইচ্ছা মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করত অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করিবে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

দন্তরোগ

১। সরিষার তৈল বা ঘৃত কিঞ্চিৎ গরম করিয়া তদ্দারা কবল (কুলকুচা) করিবে। ইহা দ্বারা শিথিল দন্ত দৃঢ় হয়, দন্তমূলে নালী থাকিলে তাহাও আরোগ্য হইয়া থাকে।

২ বহেড়া, হরীতকী, পলতা, আমলকী ও নিমত্বক্ এই কয় দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া জলে সিদ্ধ করিবে। পরে সেই জলদ্বারা কুলকুচা করিতে হয় ইহা দ্বারা দন্তমূলের ক্ষত আরোগ্য হইয়া থাকে।

৩ আট তোলা বকুলের ছাল কিঞ্চিৎ কুটিয়া চারিসের

জলের সহিত সিদ্ধ করিবে। দুইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামা-ইতে হয় ইহা দ্বারা কুলকুচা করিলে দন্তমূলের শিথিলতা দূর হয়

৪। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রত্যেক সমভাগে মোট আট তোলা গ্রহণ করিবে পরে একত্র চারিসের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে হয়। দুইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে ইহা দ্বারা কুলকুচা করিলে দন্তমূলের শিথিলতা দূর হয় এবং দন্তক্ষত আরোগ্য হইয়া থাকে। যথা—

কটকী	..	১ দফা
ময়নাগাছের কাঁটা		”
জাতিপত্র	.	”

৫ শুণ্ঠী, হিঙ্গলধল, শ্বেতসরিষা ও পিপুল এই কয় দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। পরে সকল চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া জলের সহিত সিদ্ধ করিতে হয় ঐ জল দ্বারা কুলকুচা করিলে দন্তশূল আরোগ্য হয়।

৬। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। তৎপরে সকল চূর্ণ একত্র করিয়া লইতে হয় এই চূর্ণ দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিলে দন্তশূল ও তজ্জনিত উপসর্গ নিবারিত হয়।

চই	..	১ দফা
আকন্দ	..	”
প্রিয়ঙ্গু	...	”
কট্কী	.	”
বরাইক্রান্তা	..	”
লোধ	...	”
কাঁচা হলুদ	..	”
মুথা	...	”

৭। আমলকী, মুথা, বহেড়া, কুড় ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া একত্র মর্দ্দন করিবে। পরে উহা দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিতে হয়। অথবা দাঁতের গোঁড়ায় উহার প্রলেপ দিবে। ইহা দ্বারা দন্তশূল আরোগ্য হয়।

৮। অর্দ্ধতোলা পিপুলের গুড়া, অর্দ্ধতোলা গব্যঘৃত ও দুই তোলা মধু একত্র মিশাইয়া মুখের মধ্যে ধারণ করিবে। ইহা দ্বারা শীঘ্র দন্তশূল আরোগ্য হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

নাসিকা, জিহ্বা, কর্ণ ও চক্ষুরোগে।

১। শেফালিকাবৃক্ষের মূল জলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক আবার খানিকটা জলের সহিত গুলিয়া তাহা দ্বারা কুলকুচ করিতে হয়। ইহাতে জিহ্বাগত সমস্ত রোগ দূর হয়

২। সৈন্ধবলবণ, তিলতৈল ও মানকচু ভস্ম একত্র মিশাইয়া জিহ্বাতে ঘর্ষণ করিলে জিহ্বার জড়তা ও অন্যান্য রোগ দূর হয়।

৩। খাঁটি সরিষার তৈল গরম করিয়া কর্ণে ঢালিয়া দিবে ইহাতে কর্ণে ভোঁ ভোঁ ইত্যাদি অসুখ আরোগ্য হয়।

৪। তিলতৈল ও সজিনার শিকড়ের ছালের রস মিশাইয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ করত কানে ঢালিয়া দিলে কর্ণশূল দূর হয়।

৫। আকন্দের পীতবর্ণ পাকাপাতার উপর গব্যঘৃত মাখাইয়া আগুনে গরম করিবে। পরে ঐ পাতা নিংড়াইয়া রস বাহির

করিতে হয়। ঐ রস কানে ঢালিয়া দিলে কর্ণগত সমস্ত রোগ ও বেদনা দূর হয়

৬। চারি আনা মধু, এক রত্তি সৈন্ধবলবণ, অর্দ্ধতোলা আদার রস ও চারি আনা তিলতৈল এই সমস্ত একত্র করিয়া অগ্নিতে কিঞ্চিৎ উষ্ণ করত ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া কর্ণে ঢালিয়া দিবে। ইহা দ্বারা কর্ণগত সকল রোগ দূর হয়

৭। মালতীলতার পাতার রস, মধু ও গোমূত্র একত্র মিশাইয়া কর্ণে ঢালিয়া দিলে কর্ণগত সমস্ত অসুখ দূর হয়।

৮। কাপাসফলের রস দুই তোলা, মধু এক তোলা এবং শালগাছের ছাল চূর্ণ আধ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কর্ণের মধ্যে ঢালিয়া দিলে কানের পূযস্রাব নিবারিত হয়

৯। গব্যঘৃত কিঞ্চিৎ গরম করিয়া কানে ঢালিয়া দিলে কানের পূযস্রাব দূর হয়।

১০। কাঁচা হলুদের রস দ্বারা নেকড়া ছোপাইয়া সেই নেকড়ার দ্বারা সর্ব্বদা চক্ষু মুছিবে ইহাতে চক্ষুর রক্তবর্ণতা দূর হয়।

১১। সর্ব্বদা গোলাপজল দ্বারা চক্ষু ধৌত করিলে চক্ষুর যন্ত্রণা প্রশম হয়

১২। নিমপাতা ও শুঠী একত্রে পেষণ করিয়া তৎসহ কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। ঐ পিণ্ড আগুনে কিঞ্চিৎ গরম করিয়া চক্ষুর উপর অল্প অল্প তাপ দিবে। এই প্রকার করিলে আটদিনের মধ্যেই চক্ষু উঠা ও জলপড়া আরোগ্য হয় এবং চক্ষুর রক্তবর্ণতা দূর হইয়া থাকে।

১৩। কণ্টকারীর শিকড় এবং ভেরেণ্ডাগাছের পাতা, মূল

ও ছাল সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধ পরিমাণ জল মিশিত ছাগীদুগ্ধ সহ সিদ্ধ করিবে। উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে পত্রাদি ছাঁকিয়া লইবে যে কাথ থাকিবে; তদ্দ্বারা চক্ষু ধৌত করিলে চক্ষুর জলপড়া ও রক্তবর্ণতা দূর হয়।

১৪ বাসক পাতার রস দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে নাক হইতে রক্তপড়া বন্ধ হয়

১৫ দুর্ব্বাঘাসের রস বাহির করিয়া নাসিকা দ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে নাক দিয়া রক্তস্রাব দূর হয়।

১৬ ডালিমের ফল রগড়াইয়া তাহার রস বাহির করিবে। ঐ রস নাসিকা দ্বারা টানিয়া লইলে নাক দিয়া রক্তপড়া বন্ধ হইয়া থাকে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

কাটা ঘায়ের রক্তবন্ধ করণ।

১ ধুতুরার পাত বাটিয়া কাটাঘায়ে তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে রক্তপড়া বন্ধ হয়।

২ অপামার্গের শিকড় বাটিয়া ঘায়ে দিলে রক্তপড়া বন্ধ হয়

কাটা ঘা শুষ্ক করণ।

১। কেশরাজ বাটিয়া দিলে কাটা ঘা অতি সত্বর শুষ্ক হয়

২। গোলমরিচ ও কাঁচা হলুদ একত্র বাটিয়া কাটা ঘায়ে দিলে ঘা অতি সত্বর শুষ্ক হয়

৩। পাপড়িংয়ের গুঁড়া করিয়া কাটা ঘায়ে দিলে ঘা শুষ্ক হইয়া থাকে।

দদ্রুনাশক।

১ গোড়ালেবুর রসের সঙ্গে সোঁদালের পাতা ও শিকড় বাটিবে। পরে দদ্রুস্থান উত্তমরূপে চুলকাইয়া উহা লেপন করিয়া দিতে হয় ইহাতে ২ ৩ দিন মধ্যে দদ্রু আরোগ্য হয়।

২ ছোট এলাচের দানা বাটিয়া ঘোলের সহিত মিশাইয়া চন্দনের মত করিবে উহা দদ্রুস্থানে লেপন করিলে দদ্রু আরোগ্য হয়।

ঘায়ের পোকানাশ।

১। শিবজটা ভক্ষণ করিলে ঘায়ের পোকা মরিয়া যায়।

আগুনে পোড়ার প্রতীকার।

১। ধনিয়া, হরীতকী, জীরা ও ধূপ এই কয়টি দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক ঘৃতের সহিত পাক করিতে হয় পরে উহা আগুনে পোড়াস্থানে প্রলেপ দিলে জ্বালা-যন্ত্রণা সমস্ত দূর হয়।

পদ্মকাঁটা, মুখব্রণ, নখকুণি ও স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধির ঔষধ।

১। শুঁদির শিকড় বাটিয়া সেবন করিলে স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি হইয়া থাকে

২ ভূমিকুষ্মাণ্ডের শিকড় বাটিয়া গব্যদুগ্ধসহ ভক্ষণ করিলে স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি পায়।

১। পদ্মের মধ্যে পদ্মের যে শ্বেত অংশ থাকে, তাহার নাম পদ্মের মৃণাল। ঐ মৃণাল এবং পটোলের শিকড় এই দুই বস্তু তুল্য পরিমাণে লইয়া জলের সহিত পেষণ করিবে। উত্তমরূপে

পেষণ করা হইলে উহা পদ্মকাঁটা স্থলে লেপন করিয়া দিতে হয় উহাতে পদ্মকাঁটা আরোগ্য হয়

২। গোলমরিচ ও গোরোচনা এই দুই বস্তু তুল্য পরিমাণে জলের সহিত মর্দ্দন করিবে। তৎপরে উহা দ্বারা মুখে প্রলেপ দিতে হয়। এইরূপ করিলে যৌবনাবস্থায় মুখে স্ফোটকের ন্যায় যে ব্রণ জন্মে, তাহা আরোগ্য হইয়া থাকে।

৩। হাপরমালীর শিকড় ও সোহাগার খই এই দুইটি দ্রব্য তুল্যপরিমাণে লইয়া জলের সহিত পেষণ করিবে। পরে উহা নখকুণির ক্ষতস্থানে নেকড়া দ্বারা লাগাইয়া দিতে হয় ইহাতে আশু উপকার দর্শে।

৪। সোনালুর পাতা ও নিমপাতা জলের সহিত একত্র মর্দ্দন করিয়া তাহা পদ্মকাঁটায় লেপিয়া দিলে আশু আরোগ্য হয়

৫ লোহার পাত্রে কাঁচা হলুদের রসের দ্বারা হরীতকী ঘর্ষণ করিবে তৎপরে উহা নখকুণির ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিলে আশু আরোগ্য হয়।

৬। নিম্নে যে কয়েকটি দ্রব্যের নাম লিখিত হইল, ঐগুলি তুল্য পরিমাণে লইয়া জলের সহিত মর্দ্দন করিবে, যখন উত্তম রূপে মর্দ্দিত হইয়া চন্দনের ন্যায় হইবে, তখন উহা মুখে লেপিয়া দিতে হয় ইহা দ্বারা যৌবনব্রণ, শীঘ্র আরোগ্য হয়, অধিকন্তু মুখ দিব্যকান্তিপূর্ণ হইয়া থাকে। যথা—

সৈন্ধবলবণ	...	১ দফা
শ্বেত সরিষা	...	"
লোধ	...	"
বচ	...	"

৭। শিমুলগাছের কাঁটা গব্যদুগ্ধের সহিত পেষণ পূর্ব্বক মুখে লেপিয়া দিলে মুখের কান্তি বৃদ্ধি হয় এবং যৌবনব্রণ আরোগ্য হইয়া থাকে।

৮। আধ সের নিমপাতা লইয়া আট সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে। দুই সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হয়, এই কাথের কিঞ্চিৎ পান করিলে বমন হইয়া থাকে এবং পদাকাঁটা আরোগ্য হইয়া যায়।

৯। ধনিয়া, বচ ও লোধকাষ্ঠ এই তিন দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া জলের সহিত মর্দ্দন করিবে। পরে উহা মুখে মাখাইয়া দিতে হয়। ইহাতে যৌবনকালের মুখব্রণ আরোগ্য হইয়া থাকে।

সম্পূর্ণ

IMPERIAL LIBRARY